Islami Ain O Bichar
Vol. 14, Issue: 54
April–June, 2018

প্রতিবন্ধী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন জনগোষ্ঠীর মর্যাদা ও অধিকার প্রচলিত আইন ও কুরআন-হাদীসের নির্দেশনা

Dignity and Rights of Disabled and Special Needs People Instructions from Existing Laws and Quran-Hadith

Mohammad Abdul Jalil*

ABSTRACT

Disabled and special needs people are an indispensable part of the society and the state. Under the current law, they have every right to life and development. Other than that, they have the right to full and effective participation in terms of living in respect in society, marriage, facilities in the educational, social, economic and state-related institutions, and the right to be employed in government and non-government organizations. The Islamic lifestyle clearly states about the rights of disabled people and duties towards them. There are numerous verses in the Quran and Hadiths dealing with this issue. The following article deals with the issues of the disabled and special needs population in light of the Quran and the Sunnah. Through descriptive and analytical analysis, it is proved that the respect and rights that Islam accords the disabled and special needs people is more than other life systems and is more welfare oriented.

Keywords: disabled; special needs population; human rights; al-quran; al-hadith; existing laws.

* Mohammad Abdul Jalil is an Assistant Professor of Islamic Studies in Sharankhola Degree College, Bagerhat, email: mdabdulj68@gmail.com

সারসংক্ষেপ

প্রতিবন্ধী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন জনগোষ্ঠী প্রতিটি সমাজ ও রাষ্ট্রের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রচলিত আইনের দৃষ্টিতে তাদের রয়েছে পূর্ণমাত্রায় বেঁচে থাকা ও বিকশিত হওয়ার অধিকার। তাছাড়া সমাজে সম্মানের সাথে বসবাস, বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপযুক্ত সুবিধাপ্রাপ্তি, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধিতার ধরন অনুযায়ী পূর্ণ ও কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ এবং সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মে নিযুক্তির অধিকার। ইসলাম প্রতিবন্ধী ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন জনগোষ্ঠীর অধিকার ও তাদের প্রতি করণীয় বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করেছে। এ বিষয়ে অসংখ্য আয়াত ও হাদীস বর্ণিত হয়েছে। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে প্রতিবন্ধী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন জনগোষ্ঠীর মর্যাদা ও অধিকার সংক্রান্ত কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনাগুলো ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পাশাপাশি এতদসংক্রান্ত প্রচলিত আইনগুলোও তোলে ধরা হয়েছে। বর্ণনামূলক ধারায় প্রণীত এ প্রবন্ধ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, ইসলাম প্রতিবন্ধীদেরকে যথাযথ গুরুত্ব, মর্যাদা ও অধিকার দিয়েছে এবং তাদের প্রতি করণীয় সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করেছে।

মূলশব্দ: প্রতিবন্ধী; বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন জনগোষ্ঠী; মানবাধিকার; কুরআন; হাদীস; প্রচলিত আইন।

ভূমিকা

মহান আল্লাহ পৃথিবীর প্রথম মানব আদি পিতা আদম (আ.) এবং হাওয়া (আ.)-কে পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর বনী আদমের মধ্যে বিভিন্ন জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ এবং ভিন্ন ভিন্ন যোগ্যতা দিয়ে তিনি মানব জাতিকে ভিন্নতা দান করেছেন। মানুষের মধ্যে কাউকে কিছু বিশেষ শারীরিক ও মানসিক দক্ষতা এবং ক্ষমতা দান করেছেন, আবার কাউকে এসব দান করেননি। মানুষের মধ্যে থাকে অক্ষম, প্রতিবন্ধী অথবা শারীরিকভাবে বিকলাঙ্গ। এরা পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে বিভিন্নভাবে বৈষম্যের শিকার হয়। কর্মক্ষেত্রে তাদেরকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা হয় না অথবা সম্পূর্ণভাবে চাকুরিতে অগ্রাহ্য করা হয়। অথচ ইসলামে অক্ষম/প্রতিবন্ধী ও বিকলাঙ্গদের জন্য রয়েছে বিশেষ অধিকার।

প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী সম্পর্কে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্ব সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গি ও দায়িত্ববোধের পরিবর্তন লক্ষণীয়। সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন দেশ প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণসহ আর্ন্তজাতিক ফোরামে প্রতিবন্ধী বিষয়ক বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণের অঙ্গীকার প্রদান করছে। তবুও পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশেই প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী সাধারণত সমাজের অনগ্রসর ও পরনির্ভরশীল অংশ হিসেবেই রয়ে গেছে।

প্রতিবন্ধীর পরিচয়

বাংলা একাডেমী সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধানে প্রতিবন্ধী অর্থ লেখা হয়েছে- বিকলাঙ্গ, বিকল, অক্ষম, বাধাজন (Sharīf 1996, 363)। সংসদ বাঙ্গালা অভিধানে লেখা হয়েছে বাধাযুক্ত, বাধাজনক, দৈহিক শক্তির একান্ত অভাব বা অঙ্গহানি হেতু যাহারা আশৈশব বাধাপ্রাপ্ত, মূক-বধির, অন্ধ, খঞ্জ ইত্যাদি (Bishwash 2000, 444)। ইংরেজিতে প্রতিবন্ধীর প্রতিশব্দ হলো disabled, আরবীতে الْمُعَوَّق বা الْمُعَاق বলে (FazlurRahman 2002, 328)। বাংলাপিডিয়ায় প্রতিবন্ধীর পরিচয় প্রদান করে লেখা হয়েছে "শারীরিক, মানসিক, বৌদ্ধিক ইত্যাদি ত্রুটির কারণে স্বাভাবিক জীবনযাপনে অক্ষম জনগোষ্ঠী" (Banglapedia 2003, 486)। সাধারণত মানুষের শারীরিক বা মানসিক ক্রিয়াগত সীমাবদ্ধতা থেকেই ব্যক্তিকে প্রতিবন্ধী বা অপ্রতিবন্ধী হিসেবে চিহ্নিত করা যায় (Samad at all, 2005-6, 113)। পূর্বে প্রতিবন্ধী শিশুদের বলা হত Moron (স্বল্প বুদ্ধি সম্পন্ন), Imbecile (বোধহীন) এবং Idiot (জড় বুদ্ধিসম্পন্ন) (Jahanara 2003, 13)।

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তির পরিচয়

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন বলতে বোঝায়- এমন লোক যারা কোনো শারীরিক বা মানসিক প্রতিবন্ধকতার কারণে সুস্থ সবল মানুষের ন্যায় স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে সক্ষম নয়, যাদের পঞ্চইন্দ্রিয়ের কোনো একটি বা একাধিক পূর্ণমাত্রায় কার্যকর নয়, কিংবা যাদের বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়েছে বা যাদের মাঝে আচরণগত সমস্যা রয়েছে, অথবা যাদের স্বাভাবিক জীবন যাপনে কোনো ব্যক্তি বা উপকরণের সহযোগিতা নিতে হয়। (Al-Duwaikat, 2018)

প্রতিবন্ধীরাও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষের অন্তর্ভুক্ত। সম্প্রতি প্রতিবন্ধীর পরিবর্তে "বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন" শব্দের ব্যবহার বেড়েছে। তার কারণ হচ্ছে, প্রতিবন্ধী শব্দের মাঝে এক ধরনের নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে। কিন্তু "বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন"-এর মাঝে সেই প্রভাব নেই।

প্রতিবন্ধিত্বের ধরন ও শ্রেণিবিন্যাস

প্রতিবন্ধিতা সমাজের অবিভাজ্য মানব গোষ্ঠীর একটি সামাজিক বা মানসিক রূপ। প্রকৃতি অনুযায়ী প্রতিবন্ধীদেরকে প্রধানত ৪ ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে:

১. মানসিক বা বুদ্ধি প্রতিবন্ধী;
২. শারীরিক প্রতিবন্ধী;
৩. দৃষ্টি প্রতিবন্ধী
৪. শ্রবণ ও বাক প্রতিবন্ধী (Banglapedia 2003, 486)।

জীবনের শুরু থেকে যেসকল শিশুর বুদ্ধিবৃত্তি দুর্বল অথবা যারা বাড়ন্ত বয়সে মানসিক বিকাশের গতিবিধি অনুযায়ী শিক্ষাগ্রহণে অক্ষম এবং বয়সোপযোগী সামাজিক আচরণ করতে পারে না, তারাই মানসিক প্রতিবন্ধী। বর্তমান কোন কোন মনোবিজ্ঞানী মানসিক প্রতিবন্ধীদের "বুদ্ধি প্রতিবন্ধী" (Intellectual disabled) নামেও আখ্যায়িত করেছেন (Mustafa 2001,1)। বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী আইন ২০১৩ অনুযায়ী মানসিক প্রতিবন্ধী হলো, যার বয়ঃবৃদ্ধির সাথে সাথে বয়স উপযোগী কার্যকলাপে তাৎপর্যপূর্ণ সীমাবদ্ধতা রয়েছে; বা বুদ্ধিবৃত্তিক কার্যকলাপে সীমাবদ্ধতা রয়েছে, যেমন-কার্যকারণ বিশ্লেষণ, বা দৈনন্দিন কাজের দক্ষতায় সীমাবদ্ধতা রয়েছে, যেমন- যোগাযোগ, নিজের যত্ন নেওয়া, সামাজিক দক্ষতা, নিজেকে পরিচালনা করা, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, লেখাপড়া ইত্যাদি, অথবা যার বুদ্ধাংক স্বাভাবিক মাত্রা অপেক্ষা কম ।

শারীরিক প্রতিবন্ধী হলো ঐ ব্যক্তি, যার একটি বা উভয় হাত নেই বা কোন হাত পূর্ণ বা আংশিকভাবে অবশ বা যার একটি বা উভয় পা নেই বা কোন পা পূর্ণ বা আংশিকভাবে অবশ অথবা যার শারীরিক গঠন এরূপ ত্রুটিপূর্ণ বা দুর্বল যে, দৈনন্দিন সাধারণ কাজ-কর্ম বা সাধারণ চলন না ব্যবহার ক্ষমতা আংশিক বা পূর্ণভাবে ব্যাহত হয়, অথবা স্নায়ুবিক বৈকল্যের কারণে স্থায়ীভাবে শারীরিক ভারসাম্য নেই।

দৃষ্টি প্রতিবন্ধী হলেন ঐ ব্যক্তি যার এক চোখের দৃষ্টি শক্তি নেই, বা উভয় চোখের দৃষ্টি শক্তি নেই, ক্ষীণদৃষ্টি, উভয় চোখে আংশিক বা কম দেখতে পারা; বা ভিজুয়েল এ্যাকুইটি যথাযথ লেন্স ব্যবহার করা সত্ত্বেও ৬/৬০ অথবা ২০/২০০ (লেন্সের পদ্ধতি) অতিক্রম করে না বা দৃষ্টিসীমা ২০ ডিগ্রি কোণের বিপ্রতীপ কোণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে (Prottasha 2007, 98-99) ।

শ্রবণ প্রতিবন্ধী হলেন ঐ ব্যক্তি, যিনি কানে একটুও শুনতে পান না অথবা শুনতে অসুবিধা হয়। শ্রবণ প্রতিবন্ধীরা সাধারণত বাক প্রতিবন্ধীও হয়। শ্রবণ প্রতিবন্ধীদেরকে তাই "Deaf and Dumb" বলা হয় (Jahanara 2003, 14)।

বাক প্রতিবন্ধী হলেন ঐ ব্যক্তি, যার স্বাভাবিক অর্থবোধক ধ্বনি উচ্চারণ করার ক্ষমতা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে বিনষ্ট বা অকার্যকর। অর্থাৎ যে একেবারেই কথা বলতে পারে না বা সাধারণ কথোপকথনে প্রয়োজনীয় শব্দ সাজিয়ে প্রয়োজন পরিমাণ স্বরে স্পষ্ট উচ্চারণে কথা বলায় সীমাবদ্ধতা রয়েছে। (GOB 2013, A-3-15)

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩-য় প্রতিবন্ধিতার নানা ধরন উল্লেখ করা হয়েছে। যথা:

(ক) অটিজম বা অটিজমস্পেকট্রাম ডিজঅর্ডারস (autism or autism specturm disorders): সামাজিক ও পারস্পরিক আচার-আচারণ, ভাববিনিময় ও কল্পনাযুক্ত কাজ-কর্মের সীমাবদ্ধতা;

(খ) শারীরিক প্রতিবন্ধিতা (physical disability);
(গ) মানসিক অসুস্থতাজনিত প্রতিবন্ধিতা (mental illness leading to disability);
(ঘ) দৃষ্টিপ্রতিবন্ধিতা (visual disability);
(ঙ) বাকপ্রতিবন্ধিতা (speech disability);
(চ) বুদ্ধিপ্রতিবন্ধিতা (intellectual disability);
(ছ) শ্রবণপ্রতিবন্ধিতা (hearing disability);
(জ) শ্রবণ-দৃষ্টিপ্রতিবন্ধিতা (deaf-blindness);
(ঝ) সেরিব্রাল পালসি (cerebral palsy) : অপরিণত মস্তিস্কে কোনো আঘাত বা রোগের কারণে স্বাভাবিক চলাফেরায় ভারসাম্যহীনতা বা ভারসাম্য কম থাকা, দৃষ্টি, শ্রবণ, বুদ্ধিগত বা সর্বক্ষেত্রে কম বা বেশি মাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ততা;
(ঞ) ডাউন সিনড্রোম (Doun syndrome) : বংশানুগতিক (genetic) কোনো সমস্যা, যা ২১তম ক্রোমোজম জোড়ায় একটি অতিরিক্ত ক্রোমোজমের উপস্থিতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। মৃদু হতে গুরুতর মাত্রার বুদ্ধিপ্রতিবন্ধিতা, দুর্বল পেশীক্ষমতা, খর্বাকৃতি ও মঙ্গোলয়ড মুখাকৃতির বৈশিষ্ট্য এর বাহ্যিক নির্দশন;
(ট) বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধিতা (multiple disability) : কারো মাঝে একাধিক ধরনের প্রতিবন্ধিতার উপস্থিতি;
(ঠ) অন্যান্য প্রতিবন্ধিতা (other disability) : উপরোল্লিখিত প্রকারসমূহ ছাড়াও অন্যান্য অস্বাভাবিক শারীরিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য যা স্বাভাবিক জীবনযাপন, বিকাশ ও চলাফেরায় বাধা সৃষ্টি করে। (Ibid)

আল-কুরআনে ব্যবহৃত প্রতিবন্ধিতার বিভিন্ন ধরন

আল্লাহর নিকট মনোনীত একমাত্র জীবন বিধান ইসলামের মূলভিত্তি পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহতে সরাসরি প্রতিবন্ধী এর সমার্থক কোনো শব্দ ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়নি। তবে বিভিন্ন আয়াতে প্রতিবন্ধীদের বিভিন্ন প্রকার, যেমন- বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী, শারীরিক প্রতিবন্ধী -অন্ধ, মূক, বধির, খঞ্জ, পক্ষাঘাতগ্রস্ত- ইত্যাদির উল্লেখ রয়েছে। এ আলোচনা কোথাও স্পষ্টত, আবার কোথাও ইঙ্গিতসূচক হয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন:

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ.

অন্ধের জন্য কোনো অপরাধ নেই, খঞ্জের জন্য কোনো অপরাধ নেই এবং পীড়িতদের জন্য কোনো অপরাধ নেই (Al-Qurān 48 : 17)।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন:

صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ

তারা বধির, মূক, অন্ধ। সুতরাং তারা ফিরবে না (Al-Qurān 2 : 18)।

অপর এক আয়াতে আছে-

فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ.

ঋণগ্রহীতা যদি নির্বোধ বা দুর্বল হয় অথবা লেখার বিষয়বস্তু বলে দিতে না পারে, তাহলে তার অভিভাবক যেন ন্যায়সঙ্গতভাবে লেখার বিষয়বস্তু বলে দেয় (Al-Qurān 2 : 282)।

অপর এক আয়াতে আল্লাহ বলেন:

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ.

যারা দুর্বল, অসুস্থ এবং যারা অর্থ সাহায্যে অসমর্থ তাদের কোনো অপরাধ নেই; যদি আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি অবিমিশ্রিত অনুরাগ থাকে (Al-Qurān 9 : 91)।

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে অতি সুন্দর কাঠামো ও অবয়বে সৃষ্টি করেছেন বলে পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন (Al-Qurān 95: 04)। তিনিই আবার অন্ধ, মূক ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের কথা উল্লেখ করেছেন (Al-Qurān 24 : 61; 48 : 17)। এর মাধ্যমে বোঝা যায় যে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সৃষ্টি বা কোনো ব্যক্তিকে প্রতিবন্ধী করার পেছনে আল্লাহর একটি মহৎ পরিকল্পনা রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা আদম সন্তান হিসেবে সকল মানুষকে সম্মানিত করেছেন (Al-Qurān 17 : 70) এবং তাঁর নিকট সম্মানের মানদণ্ড হিসেবে তাকওয়া (আল্লাহভীতি)-কে নির্ধারণ করেছেন (Al-Qurān 49 : 13)। ধন-সম্পদ ও মান মর্যাদার অধিকারীগণ যদি তাদের অন্তরে আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি আকর্ষণ ও ভয়-ভীতি না রাখে, তাহলে আল্লাহর দরবারে তাদের কপর্দক মাত্র মূল্যায়ন হবে না, যদিও লোকচক্ষে তারা বড় সম্মানী ও নেতৃস্থানীয় বলে বিবেচিত হয়। অপরপক্ষে যদি কেউ অর্থ সম্পদে লোক সমাজে দুর্বল বলে প্রতিপন্ন হয়, তবুও শুধুমাত্র আখিরাত ও আল্লাহভীতির কারণেই সে আল্লাহর নিকট সম্মানের পাত্র হিসাবে বিবেচিত হবে (Alīmuddīn 2004, 73)। তাই প্রতিবন্ধীরাও আল্লাহ ও তাঁর রসূল স.-এর প্রতি সাধ্যমত আনুগত্য প্রদর্শন করার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্ত হতে পারে।

ইসলাম প্রতিবন্ধীদের যু'আফা (ضعفاء) [য'য়ীফ (ضعيف) এর বহুবচন] হিসেবে কুরআন ও হাদীসে উল্লেখ করেছে। শারীরিক বা বুদ্ধিবৃত্তিক অপূর্ণাঙ্গতাকে ইসলাম যথাযথ গুরুত্ব, মর্যাদা ও অধিকার প্রদান করেছে। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিখ্যাত সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রাযি.)-এর জন্য সপ্তম আকাশের উপর থেকে রাসূল স.-কে সতর্ক করা হয়েছে এবং তার শানে পবিত্র কুরআনে ১৬টি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে (Al-Qurān 80 : 1-16)। ইসলামের ইতিহাসে অনেক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি পাওয়া যায়, যারা তাদের পুণ্যময় কীর্তির কারণে পৃথিবীতে চিরদিনের জন্য ভাস্বর

হয়ে থাকবেন। ইসলাম প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে মানুষ বৈ ভিন্ন চোখে দেখেনি। একজন মানুষ হিসেবে তার যতটুকু মর্যাদা ও অধিকার প্রাপ্য, ইসলাম তা দিতে কুণ্ঠিত হয়নি। সনাতন ধর্মে প্রতিবন্ধিতাকে পূর্ব জন্মের পাপের প্রতিফল হিসেবে দেখলেও ইসলাম প্রতিবন্ধিতাকে শুধুমাত্র আল্লাহর ইচ্ছা হিসেবেই দেখে।

সৃষ্টির মাঝে বিপদ-আপদ ও ত্রুটির রহস্য

আল্লাহ সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা। তিনি ভালো-মন্দ, পূর্ণতা-অপূর্ণতা সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। স্বীয় সৃষ্টির মধ্য হতে কারো কারো মাঝে তিনি যে ত্রুটি বা অপূর্ণতা দান করেন অথবা যে বিপদ-আপদ দান করেন, তা আপাতদৃষ্টিতে সাধারণ মনে হলেও তাতে রয়েছে নিগূঢ় রহস্য, যা মানুষ অনেক ক্ষেত্রেই তার দুর্বল চিন্তাশক্তির দ্বারা আয়ত্ত করতে পারে না। তবে কিছু রহস্য এমন যা মানুষ সহজে আয়ত্ত করতে পারে বা বুঝতে পারে। যেমন:

১. গুনাহের শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে বান্দাদেরকে সতর্ক করা। যেমন- আল্লাহ তাআলা বলেন:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

মানুষের কৃতকর্মের দরুন স্থলে ও সমুদ্রে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে, যেন তিনি তাদেরকে তাদের কিছু কৃতকর্মের শাস্তি আস্বাদন করান; যেন তারা ফিরে আসে (Al-Qurān 30 : 41)।

এখানে বিপর্যয় দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে- দুর্ভিক্ষ, মহামারী, আগুনে পড়ে বা পানিতে ডুবে ব্যাপক মৃত্যু, যুদ্ধ-বিগ্রহ, বরকত উঠিয়ে নেয়া, জুলুম-অবিচার, ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি ও রোগ-বালাই... (Pānīpatī 1412, 7/237)।

২. রোগ-বালাই দানের মাধ্যমে আক্রান্ত ব্যক্তির গুনাহ মাফ করা, তার মর্যাদা বৃদ্ধি করা, তাকে জান্নাতের উপযোগী করে তোলা; যেমন এ সম্পর্কিত হাদীস সামনে উল্লেখ করা হয়েছে।

৩. সুস্থ ব্যক্তিরা যেন আক্রান্ত ব্যক্তিদেরকে দেখে তার প্রতি আল্লাহর নিয়ামত স্মরণ করে শুকরিয়া আদায় করে।

৪. বান্দাদের মাঝে এ কথার দৃঢ় বিশ্বাস জাগানো যে, আল্লাহ ভালো-মন্দ সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা। পৃথিবীর কোনো শক্তি তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। যেমন আল্লাহ বলেন:

مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.

আল্লাহ মানুষের প্রতি কোনো অনুগ্রহ অবারিত করলে তার কোনো নিবারণকারী নেই, আর তিনি কিছু নিরুদ্ধ করতে চাইলে তার কোনো উন্মুক্তকারী নেই। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় (Al-Qurān 35 : 2)।

জাতিসংঘের উদ্যোগ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন বাংলাদেশ, ২০১৩

১৯৪৮ সালে স্বাক্ষরিত মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রে সকল মানুষেরই অধিকারের কথা থাকলেও সারা দুনিয়ার বৈষম্যপীড়িত প্রতিবন্ধী মানুষের অধিকার আদায় ও সংরক্ষণে সেই ঘোষণা কার্যকর কোন ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হওয়ার কারণেই বিশেষভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদ প্রণীত হয় একবিংশ শতাব্দীর প্রথম লগ্নে। ২০০৬ সালের ১৩ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ৬১তম অধিবেশনে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদ অনুমোদন করে। (UN 2018)

উল্লেখ্য যে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের মানবাধিকার দুঃখজনকভাবেই এ যাবৎ কোন বিশেষায়িত দলিলে স্থান পায়নি। ফলে এই সনদের আগেও জাতিসংঘ ১৯৭৫ সালে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার বিষয়ক ঘোষণা প্রদান করে। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ১৯৮১ সালকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের জন্য আন্তর্জাতিক বর্ষ ঘোষণা করে। ১৯৮২ সালের ৩ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ সংক্রান্ত বিশ্ব কর্মসূচি গ্রহণ করে। ১৯৮৩-১৯৯২ পর্বে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের দশক, ১৯৯৩ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের সম-সুযোগ নিশ্চিত করতে প্রমিত বিধি (স্টান্ডার্ড রুলস্) গ্রহণ করে। (UN 2014, i)। এর পরেও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর সম-অধিকার, সম-মর্যাদা আর বৈষম্যহীন জীবন শুধুই কিছু ঐচ্ছিক "দান-খয়রাত" আল "কল্যাণের" বৃত্তে বন্দী হয়ে রয়েছে। মূলত চুক্তিগুলো যখন জনগনের কোন সুনির্দিষ্ট অধিকার সুরক্ষায় ব্যর্থ হয়, তখনই পৃথক কোন বিশেষায়িত সনদ প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। সেই অনুভব থেকেই বর্তমান "জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদ" প্রণীত হয়।

বাংলাদেশ সরকার ২০১৩ সালে "প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩" নামে একটি আইন প্রণয়ন ও বিধিবদ্ধ করে। সেই আইনেও দেশীয় প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে প্রতিবন্ধীদের কিছু অধিকার বর্ণনা করা হয়েছে। আইনটির ১৬ ধারায় "প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার" শিরোনামে বলা হয়েছে,

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সংক্রান্ত আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইন বা আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন দলিলের বিধিবিধানের সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করে, প্রতিবন্ধিতার ধরন অনুযায়ী, প্রত্যেক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নিম্নবর্ণিত অধিকার থাকবে, যথা :-

(ক) পূর্ণমাত্রায় বেঁচে থাকা ও বিকশিত হওয়া;

(খ) সর্বক্ষেত্রে সমান আইনী স্বীকৃতি এবং বিচারগম্যতা;

(গ) উত্তরাধিকারপ্রাপ্তি;

(ঘ) স্বাধীন অভিব্যক্তি ও মত প্রকাশ এবং তথ্যপ্রাপ্তি;

(ঙ) মাতা-পিতা, বৈধ বা আইনগত অভিভাবক, সন্তান বা পরিবারের সাথে সমাজে বসবাস, বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন ও পরিবার গঠন;

(চ) প্রবেশগম্যতা;

(ছ) সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে, প্রতিবন্ধিতার ধরন অনুযায়ী, পূর্ণ ও কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ;

(জ) শিক্ষার সকল স্তরে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপযুক্ত সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তি সাপেক্ষে, একীভূত বা সমন্বিত শিক্ষায় অংশগ্রহণ;

(ঝ) সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মে নিযুক্তি;

(ঞ) কর্মজীবনে প্রতিবন্ধিতার শিকার ব্যক্তি কর্মে নিয়োজিত থাকিবার, অন্যথায়, যথাযথ পুনর্বাসন বা ক্ষতিপূরণপ্রাপ্তি;

(ট) নিপীড়ন হইতে সুরক্ষা এবং নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশের সুবিধা প্রাপ্তি;

(ঠ) প্রাপ্যতা সাপেক্ষে, সর্বাধিক মানের স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি;

(ড) শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রসহ প্রযোজ্য সকল ক্ষেত্রে 'প্রয়োজনীয় স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য উপযোগী পরিবেশ ও ন্যায্য সুযোগ সুবিধা' (reasonable accommodation) প্রাপ্তি;

(ঢ) শারীরিক, মানসিক ও কারিগরী সক্ষমতা অর্জন করিয়া সমাজ জীবনের সকল ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে একীভূত হবার লক্ষ্যে সহায়কসেবা ও পুনর্বাসন সুবিধা প্রাপ্তি;

(ণ) মাতা-পিতা বা পরিবারের উপর নির্ভরশীল প্রতিবন্ধী ব্যক্তি মাতা-পিতা বা পরিবার হতে বিচ্ছিন্ন হলে বা তার আবাসন ও ভরণ-পোষণের যথাযথ সংস্থান না হলে, যথাসম্ভব, নিরাপদ আবাসন ও পুনর্বাসন;

(ত) সংস্কৃতি, বিনোদন, পর্যটন, অবকাশ ও ক্রীড়া কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ;

(থ) শ্রবণপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও বাকপ্রতিবন্ধী ব্যক্তির নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী, যথাসম্ভব, বাংলা ইশারা ভাষাকে প্রথম ভাষা হিসাবে গ্রহণ;

(দ) ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা;

(ধ) স্ব-সহায়ক সংগঠন ও কল্যাণমূলক সংঘ বা সমিতি গঠন ও পরিচালনা;

(ন) জাতীয় পরিচয়পত্র প্রাপ্তি, ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তি, ভোট প্রদান এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণ; এবং

(প) সরকার কর্তৃক সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোন অধিকার। (GOB 2013, A-16)

প্রতিবন্ধী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন জনগোষ্ঠীর মর্যাদা ও অধিকার সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনা

কুরআন ও হাদীসে প্রতিবন্ধী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন জনগোষ্ঠীর বিশেষ মর্যাদা ও অধিকারের কথা গুরুত্বের সাথে আলোচনা করা হয়েছে। কুরআন ও হাদীসের দৃষ্টিতে তাদেরকে সমাজ থেকে আলাদা করে ভাবার কোনো সুযোগ নেই। বরং তারা সমাজেরই একটি অংশ। তাদের প্রতি সুস্থ ও সবলদের ওপর যেমন কিছু দায়িত্ব রয়েছে, তেমনি তাদের ওপরও রয়েছে কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য।

আল-কুরআনের আলোকে প্রতিবন্ধী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন জনগোষ্ঠীর মর্যাদা ও অধিকার

পবিত্র কুরআন-এ প্রতিবন্ধীদের বিশেষ মর্যাদা ও অধিকারের কথা বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে তার কিছু দিক তুলে ধরা হচ্ছে:

১. তাদের সাথে সহাবস্থান ও হৃদ্যতামূলক আচরণ;
২. উপহাস না করা ও মন্দ নামে না ডাকা;
৩. অন্যদের আগে তাদের প্রয়োজন পূরণ;
৪. দায়িত্ব লাঘবকরণ;
৫. প্রতিবন্ধীদের জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে আয়াত অবতীর্ণকরণ।

১. সহাবস্থান ও হৃদ্যতামূলক আচরণ

কুরআন মাজীদ বিশ্বমানবতাকে প্রতিবন্ধীদের সাথে হৃদ্যতামূলক আচরণ করতে এবং তাদেরকে বিশেষ সুযোগ সুবিধা দিতে উৎসাহিত করেছে। তাদের প্রতি অনীহা বা তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করতে বারণ করেছে। ইসলামপূর্ব যুগে লোকেরা প্রতিবন্ধীদের পাশে বসে আহার করতে সংকোচবোধ করত। কারণ প্রতিবন্ধীদের অযাচিত হস্ত-পদ সঞ্চালনের কারণে তাদের মাঝে ঘৃণার উদ্রেক হতো। আবার অনেকে তাদের পাশে আরামে বসতে না পারার কারণে আহার করা থেকে বিরত থাকত। সাঈদ ইবনে যুবায়ের ও যাহহাক রহ. প্রমুখ বলেন: খঞ্জ, অন্ধ ও রুগ্ন ব্যক্তিরা সুস্থ ব্যক্তিদের সাথে বসে আহার করা থেকে বিরত থাকত। কারণ তারা অনুধাবন করতে পেরেছিল, মানুষ তাদের সাথে বসে আহার করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে না। অন্ধ ব্যক্তি মনে করত- আমার সাথী কম খাওয়ার কারণে আমার খাবারের পরিমাণ বেশি হয়ে যাবে। খঞ্জ মনে করত- আমার কারণে সুস্থদের বসতে অসুবিধা হয়, আমার বসতে প্রায় দুজনের সমান জায়গার প্রয়োজন হয়। তখন আল্লাহ তাআলা এ বিষয়ে কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ করে এ সমস্যার অপনোদন করেন এবং ঘোষণা করেন, সুস্থদের সাথে আহার গ্রহণ করতে কোনো ক্ষতি নেই (Panīpatī 1412, 7/237)। আল্লাহ তাআলা বলেন:

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا .

অন্ধের জন্য কোনো অপরাধ নেই, খঞ্জের জন্য কোনো অপরাধ নেই এবং পীড়িতদের জন্য কোনো অপরাধ নেই এবং তোমাদের নিজেদের জন্যও আহার করতে তোমাদের নিজেদের গৃহে অথবা তোমাদের পিতৃগণের গৃহে অথবা তোমাদের মাতৃগণের গৃহে, ভ্রাতৃগণের গৃহে, ভগ্নিগণের গৃহে, মামাদের গৃহে, খালাদের গৃহে অথবা ঐসব গৃহে যার মালিক তোমরা অথবা তোমাদের বন্ধুদের গৃহে। তোমরা একত্রে আহার কর অথবা পৃথক পৃথকভাবে আহার কর, তাতে তোমাদের কোনো অপরাধ নেই (Al-Qurān 24 : 61)।

ইমাম কুরতুবী বলেনঃ প্রতিবন্ধীদের প্রতি অনীহা পোষণ করা, তাদের সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ করা জাহেলী যুগের স্বভাব এবং অহংকারের নিদর্শন (Al-Qurtubī 1338H, 12/313)।

২. উপহাস না করা ও মন্দ নামে না ডাকা

কুরআন মাজীদ প্রতিবন্ধীদের সম্মান ও মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার প্রতিও সবিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। যেহেতু আল্লাহর নিকট মানুষের মর্যাদার মানদণ্ড হচ্ছে বিশুদ্ধ ঈমান ও আমল। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সুস্থ ও স্বাভাবিক থাকা মর্যাদার মানদণ্ড নয়। তাই কারো দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাকে হেয় প্রতিপন্ন করা বড় অন্যায়। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে নির্দেশ দিয়েছেন- কেউ যেন অন্যকে নিয়ে কোনো বিষয়ে উপহাস না করে। কারণ হতে পারে, তার মর্যাদা আল্লাহর নিকট উপহাসকারীর চেয়ে বহুগুণ বেশি। অনুরূপ কুরআন মাজীদে মানুষকে তাচ্ছিল্য করে মন্দ নামে ডাকতেও নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

হে মুমিনগণ! কোনো পুরুষ যেন অপর কোনো পুরুষকে উপহাস না করে; কারণ হতে পারে যাকে নিয়ে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম এবং কোনো নারী যেন অপর কোনো নারীকে উপহাস না করে; কারণ হতে পারে যাকে নিয়ে উপহাস করা হয় সে উপহসকারিণী অপেক্ষা উত্তম। তোমরা একে অপরকে দোষারোপ করো না এবং মন্দ নামে ডেকো না। ঈমান গ্রহণের পর মন্দ নামে ডাকা অতি মন্দ কাজ। যারা তওবা না করে তারাই জালিম (Al-Qurān 49 : 11)।

কাজেই কাউকে লেংড়া, খোঁড়া, কানা, বধির, বেটে ইত্যাদি বলে ডাকা –যদি সে ঐ নামে ডাকা অপছন্দ করে- সম্পূর্ণরূপে নাজায়েয। তাদের উপস্থিতিতে যেমন তাদেরকে এমন বিশেষণে বিশেষায়িত করা নাজায়েয, অনুরূপ তাদের অনুপস্থিতিতেও নাজায়েয। কারণ অনুপস্থিতিতে তাকে উপরোক্ত বিশেষণে বিশেষায়িত করলে তা গীবত বা পরনিন্দায় পরিণত হবে। যেহেতু গীবত হলো, এমন ভাষায় কারো আলোচনা করা, যা সে অপছন্দ করে। সাইয়িদুনা আবূ হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ: أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ، قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ، فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ.

রাসূলুল্লাহ স. বলেন: তোমরা কি জান- গীবত কী? সাহাবায়ে কেরাম উত্তর দিলেন: আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তখন তিনি স. বললেন: এমনভাবে তোমার ভাইয়ের আলোচনা করা, যা সে অপছন্দ করে। উপস্থিতদের মধ্য হতে একজন প্রশ্ন করলেন: আমি যা বলছি তা যদি বাস্তবেই আমার ভাইয়ের মাঝে থেকে থাকে, তাহলেও কি গীবত হবে? রাসূল স. বললেন: তুমি যা বলছ তার মাঝে যদি সে দোষ বাস্তবেই থাকে, তাহলেই তো তুমি তার গীবত করলে, আর যদি না থাকে তাহলে তুমি তার প্রতি অপবাদ দিলে (Muslim 4/2001, 2589)।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন: وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا তোমাদের একে অপরের নিন্দা যেন না করে (Al-Qurān 49 : 12)।

ইমাম তাবারী রহ. উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেন, তোমাদের কেউ যেন কারো অনুপস্থিতিতে এমন কথা না বলে, যা সে শুনতে অপছন্দ করে। সুতরাং যদি তোমার পাশ দিয়ে কোনো বধির হেঁটে যায় আর তুমি বললে, বধির যাচ্ছে, তাহলে তুমি তার গীবত করলে (Tabarī 1420H, 22/305)।

৩. অন্যদের আগে তাদের প্রয়োজন পূরণ

প্রতিবন্ধী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষের প্রয়োজন আগে পূরণ করতে হবে- এটিই কুরআনের শিক্ষা। বিশিষ্ট মুফাসসির বাগাবী রহ. উল্লেখ করেছেন, একদিন রাসূলুল্লাহ স. এর নিকট মুশরিকদের কিছু নেতৃস্থানীয় লোক, যেমন- উতবা ইবনে রাবীআ, আবূ জাহল, উমাইয়া বিন খালফ- প্রমুখ অবস্থান করছিল। নবী স. তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছিলেন। এমন সময় অন্ধ সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম রা. এসে নবী স. কে ডেকে বললেন: اقرئني و علمني مما علمك الله (আমাকে কুরআন শিক্ষা দিন এবং আল্লাহ আপনাকে যে শিক্ষা দান করেছেন তা হতে আমাকে শিক্ষা দান করুন।) তিনি নবীজী স.-কে বারবার ডেকে এ কথার পুনরাবৃত্তি করতে থাকেন।

কারণ তার জানা ছিল না, নবী স. ভিতরে আলোচনায় ব্যস্ত আছেন। তার বারবার ডাকাডাকির কারণে নবী স. এর আলোচনায় ব্যাঘাত হচ্ছিল বিধায় তিনি স. বিরক্তিবোধ করছিলেন। তখন আল্লাহ তাআলা নবী স. কে এ বিষয়ে সতর্ক করে সূরা ‘আবাসা-এর শুরুর আয়াতসমূহ নাযিল করেন (Panīpatī 10/197)।

৪. দায়িত্ব লাঘবকরণ

ইসলাম প্রতিবন্ধী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন লোকদের দায়িত্ব লাঘব করেছে। তাদের সামর্থ্যের কথা বিবেচনা করে তাদের প্রতি সাধ্যাতীত কোনো দায়িত্ব আরোপ করেনি। সেই ধারাবাহিকতায় তাদের থেকে জিহাদের মত গুরুত্বপূর্ণ ফরয বিধান রহিত করেছে। শুধু তাই নয়, যদি তাদের অন্তরে জিহাদের স্পৃহা থাকে; কিন্তু অপারগতার কারণে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে না পারে, তাহলে তাদের মর্যাদাও স্বশরীরে জিহাদে অংশগ্রহণকারীদের সমান হবে ঘোষণা করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ.

অন্ধের জন্য কোনো অপরাধ নেই, খঞ্জের জন্য কোনো অপরাধ নেই এবং পীড়িতদের জন্য কোনো অপরাধ নেই (Al-Qurān 48 : 17)।

মুহাম্মাদ আলী আস-সাবূনী রহ. বলেন, এ প্রকারের লোকদের জিহাদে অংশগ্রহণ না করায় কোনো গুনাহ নেই। কারণ তারা স্পষ্ট অপারগতার শিকার (As-Sābūnī 1417H, 3/222)।

অপর এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন:

يْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

যারা দুর্বল, অসুস্থ এবং যারা অর্থ সাহায্যে অসমর্থ তাদের কোনো অপরাধ নেই; যদি আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি তাদের অবিমিশ্রিত অনুরাগ থাকে। আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অতিশয় দয়ালু (Al-Qurān 9 : 91)।

বিশিষ্ট মুফাসসির ইবনু কাসীর রহ. বলেন: উক্ত আয়াতে আল্লাহ ঐসকল অপারগতার বর্ণনা দিয়েছেন, যেসব কারণে জিহাদে অংশগ্রহণ না করলে কোনো গুনাহ হবে না। এর মাঝে কিছু অপারগতা তো এমন, আক্রান্ত ব্যক্তি যা থেকে একেবারে মুক্ত হয় না। যেমন- নিতান্তই দুর্বল দেহকায় ব্যক্তি, দুর্বলতার দরুন যে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে অক্ষম। অনুরূপ অন্ধ, খোঁড়া ইত্যাদি (Ibn Kathīr 1419, 4/174)।

ইমাম কুরতুবী রহ. বলেন: এ আয়াতের আলোকে প্রতীয়মান হয়, যেসকল অক্ষম লোকদের অপারগতা সুবিদিত, যেমন- বিকলাঙ্গ, বৃদ্ধ, খোঁড়া ইত্যাদি তাদের জিহাদে

অংশগ্রহণ না করাতে কোনো সমস্যা নেই; যখন তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কল্যাণ কামনা করবে এবং ইসলাম ও ইসলামপন্থীদের জেনে তাদের ভালোবাসবে, সাথে সাথে ইসলামের শত্রুদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে (Al-Qurtubī 1384H, 8/622)।

মহান আল্লাহর দয়া ও করুণার সাগর। তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলো- প্রতিবন্ধী ও অপারগ ব্যক্তিরা যারা জিহাদের আকাঙ্ক্ষা থাকা সত্ত্বেও তাতে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম নয়, তারাও অংশগ্রহণ কারীদের সমান সওয়াবের ভাগী হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ.

মুমিনদের মধ্যে যারা অক্ষম নয় অথচ ঘরে বসে থাকে এবং যারা আল্লাহর রাস্তায় নিজেদের ধন ও প্রাণ দ্বারা জিহাদ করে তারা সমান নয় (Al-Qurān 4 : 95)।

আল্লামা বাগাবী রহ. উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: এ আয়াতে জিহাদে অংশগ্রহণের মর্যাদার কথা বর্ণনা করা হয়েছে এবং এর প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন: যারা কোনো রকম অপারগতা না থাকা সত্ত্বেও নিজেদের ঘরে বসে থাকে আর যারা নিজেদের জান-মাল দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে তারা কখনো সমান হতে পারে না। তবে যারা পঙ্গুত্ব, শারীরিক দুর্বলতা ও দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতা ইত্যাদি অপারগতার কারণে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও জিহাদে অংশগ্রহণ করতে পারেনি, তারা জিহাদে অংশগ্রহণকারীদের সমান সওয়াবের ভাগী হবে (Al-Bagabi 1420H, 1/682)।

অনুরূপ শারীরিক অক্ষমতাজনিত কারণে হজ্জের বিধান স্থগিত হয়ে যায়। কারণ হজ্জে গমন ও হজ্জের কাজ সম্পন্ন করতে চাইলে শারীরিক সক্ষমতার প্রয়োজন হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.

মানুষের মধ্যে যার বায়তুল্লায় যাওয়ার সামর্থ্য আছে আল্লাহর উদ্দেশ্যে তার জন্য ঐ গৃহের হজ্জ করা অবশ্য কর্তব্য (Al-Qurān 3 : 97)।

মুফাসসির ওয়াহিদী রহ. বলেন:

وجمهور أهل العلم على أن معنى الاستطاعة الموجبة للحج: القوة، فمن قوي في نفسه بالكون على الراحلة وجب عليه الحج إذا ملك الزاد والراحلة.

অধিকাংশ আলেমগণের মতে, হজ্জ আবশ্যককারী সামর্থ্যের অর্থ হচ্ছে- শারীরিক শক্তি থাকা। সুতরাং যে ব্যক্তি বাহনে চড়ে ভ্রমণ করতে সক্ষম এবং তার যাতায়াতের বাহন ও সাজসরঞ্জামের পর্যাপ্ত ব্যবস্থাও থাকে, তার ওপর হজ্জ করা আবশ্যক (Al-Wahidi 1415H, 1/468)।

৫. প্রতিবন্ধীদের জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে আয়াত অবতীর্ণকরণ

আল্লাহ তাআলা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে আল-কুরআনের বহু আয়াত নাযিল করেন। এর দ্বারা তাদের মর্যাদার বিষয়টি অতি স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে। এমন কিছু আয়াত নিম্নে তুলে ধরা হচ্ছে:

১. মুআয ইবনে জাবাল রা. একজন অত্যন্ত উঁচু মাপের সাহাবী ছিলেন। তিনি খঞ্জ ছিলেন। একবার তিনি এবং ছা‘লাবা বিন ‘উসমা রা. এ দুই আনসারী সাহাবী নবী স. এর নিকট চাঁদের আবর্তনরহস্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন: হে আল্লাহর রাসূল! চাঁদ সূতোর ন্যায় চিকন হয়ে উদিত হয়। এরপর বাড়তে বাড়তে অনেক বড় ও বৃত্তাকার হয়ে আবর্তিত হয়। অতঃপর আবার সরু হয়ে ছোট হতে থাকে এবং পূর্বের আকার ধারণ করে। কখনোই অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকে না। এর কারণ কী? এর প্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয় (Al-Wahidi 1411H, 56)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ.

লোকেরা আপনাকে চাঁদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলুন, তা মানুষ ও হজ্জের জন্য সময় নির্দেশক (Al-Qurān 2 : 189)।

২. আমর ইবনুল জামূহ রা. একজন সম্পদশালী বয়োবৃদ্ধ আনসারী সাহাবী ছিলেন। তিনিও খঞ্জ ছিলেন। একবার তিনি রাসূলুল্লাহ স. এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করলেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কী সদকা করবো? কাদের প্রতি সদকা করবো? তার এ জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে এ আয়াত অবতীর্ণ হয় (Al-Wahidi 1411H, 96):

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

লোকেরা আপনার কাছে জিজ্ঞাসা করে, তারা কী ব্যয় করবে? আপনি বলে দিন, যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় করবে তা পিতা-মাতা, আত্মীয় স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন ও মুসাফিরদের জন্য। উত্তম কাজের যা কিছুই তোমরা কর না কেন, আল্লাহ তো সে সম্বন্ধে অবহিত (Al-Qurān 2 : 215)।

এছাড়াও আরো অনেক আয়াত তাদের জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে (Faez 2014, 70-76)। এসব কিছুর মাধ্যমে প্রতীয়মান হয়, আল-কুরআন প্রতিবন্ধীদেরকে পূর্ণ মানবিক মর্যাদা দিয়েছে। তাদের মর্যাদা অন্য সকল মানুষের মতই। বরং দেখা যায়, তাদের প্রাপ্য সুবিধা ও অধিকার সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষের তুলনায় বেশি।

সুন্নাহর আলোকে প্রতিবন্ধী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন জনগোষ্ঠীর মর্যাদা ও অধিকার

সুন্নাহর দৃষ্টিতে দুর্বল ও প্রতিবন্ধী লোকেরা অত্যন্ত উঁচু মর্যাদার অধিকারী। ইসলামী শরীয়ার মাধ্যমে তারা পেয়েছেন যাবতীয় বিষয়ে তাদের ন্যায্য অধিকার, মর্যাদা ও

সম্মান। রাসূলুল্লাহ স. তাদেরকে ভালোবেসে কাছে টেনেছেন, তাদের প্রতিভার মূল্যায়ন করেছেন, তাদের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের কার্যকর নীতি ও কৌশল বর্ণনা করেছেন। সুন্নাহর আলোকে আরো প্রতীয়মান হয়, সমাজের কল্যাণে প্রতিবন্ধী ও সমাজের দুর্বল শ্রেণির লোকদের অবদান কত বেশি। নিম্নে এসকল বিষয়ে নববী নির্দেশনা তোলে ধরা হলো:

১. দুর্বল শ্রেণির লোকেরা আল্লাহর সাহায্য লাভের উপলক্ষ;
২. প্রতিবন্ধীদের প্রতিভার যথাযথ মূল্যায়ন;
৩. তাদের প্রয়োজনে সাড়া দান;
৪. সমাজের নেতৃত্ব প্রদান;
৫. দুর্বল ও সবলদের মাঝে সমতা বিধান;
৬. প্রতিবন্ধীদের প্রতি উদারতা।

১. দুর্বল শ্রেণির লোকেরা আল্লাহর সাহায্য লাভের উপলক্ষ

মুসআব ইবনে সা‘দ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: সা‘দ বিন আবী ওয়াক্কাস রা. এর ধারণা ছিল- দুর্বল লোকদের ওপর বুঝি তাঁর মত সবল লোকদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। এ কথা জানতে পেরে নবী স. বললেন:

هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ

তোমাদেরকে যে সাহায্য করা হয় এবং যে জীবিকা প্রদান করা হয়, তা তো তোমাদের দুর্বল লোকদের অসীলায় (Al- Bukhārī 1987, 4/36, 2896)।

ইমাম নাসায়ী রহ.-এর ভাষায় মুসআব ইবনে সা‘দ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন:

إِنَّمَا نَصَرُ اللهُ هَذِهِ الْأُمَّةَ بِضَعِيفِهَا بِدَعْوَتِهِمْ وَصَلَاتِهِمْ وَإِخْلَاصِهِمْ

নিশ্চয় আল্লাহ এ উম্মতকে তাদের দুর্বল লোকদের দুআ, সালাত ও ইখলাসের অসীলায় সাহায্য করেন (Nasāyī 1421H, 4/305, 4372)।

মুহাল্লাব রহ. বলেন, রাসূলুল্লাহ স. উক্ত কথার মাধ্যমে সা‘দ রা.কে বিনয়ী হতে এবং অন্তরকে অহমিকা থেকে পবিত্র করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। আর তাকে এ কথা বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, দুর্বল লোকদের দুআর বরকতেই তাদেরকে সাহায্য করা হয় এবং তাদের রিযকের ব্যবস্থা করা হয়। যেহেতু সাধারণত তাদের অন্তর দুনিয়ার চাকচিক্য, সৌন্দর্য ও আল্লাহর স্মরণ হতে উদাসীনকারী উপকরণ হতে মুক্ত হয়, তাদের দুআ ও ইবাদাতে একনিষ্ঠতা সবলদের তুলনায় বেশি থাকে এবং তারা ইবাদাতে বেশি বিনয়ী ও মনোযোগী হয়, তাই তাদের ইবাদত আল্লাহর নিকট বেশি প্রিয় হয় এবং তাদের দুআ বেশি কবুল হয় (Aynī ND, 14/179)। সাইয়িদুনা আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেন:

رُبَّ أَشْعَثَ، مَدْفُوعٍ بِالْأَبْوَابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ

> অনেক এলোকেশী ব্যক্তি এমন রয়েছে, যাদেরকে মানুষের দরজা থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়, অথচ তারা যদি আল্লাহর নামে কসম করে কোনো কথা বলে, তাহলে আল্লাহ তা পূর্ণ করে দেন (Muslim 4/2024, 2622)।

অর্থাৎ আল্লাহর বহু প্রিয় বান্দা এমন রয়েছেন আর্থিক বা শারীরিক দুর্বলতার দরুন যাদের চুল এলোমেলো। অপর এক বর্ণনা মতে, যাদের গায়ে ধুলোবালি লেগে থাকে। মানুষের দরজার সামনে এসে অনুমতি চাইলে তাদেরকে অনুমতি না দিয়ে তাড়িয়ে দেয়া হয়। আল্লাহর নিকট তাদের মর্যাদা এত বেশি যে, যদি তারা আল্লাহর নামে কসম করে বলে, এমনটি হবে; তাহলে আল্লাহ তার কসম পূর্ণ করেন এবং তার সে কথাকে সত্যি করে দেখান। কারণ, আল্লাহর নিকট প্রিয় হওয়ার একান্ত মাধ্যম হচ্ছে, তাকওয়া বা আল্লাহভীতি। সুঠাম দেহ বা সুসাস্থ্য আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম নয়।

২. প্রতিবন্ধীদের প্রতিভার যথাযথ মূল্যায়ন

নবী স. প্রতিবন্ধী ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষের সামর্থ্য বিবেচনা করে এর যথাযথ মূল্যায়ন করেছেন। তাই তো অন্ধ সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম রা.-কে মসজিদে নববীর মুআযযিন নিযুক্ত করেছেন। আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: ইবনে মাকতূম রা. -যে অন্ধ ছিল- রাসূলুল্লাহ স.-এর সময়ে আযান দিত (Muslim 1/287, 381)। অপর এক বর্ণনায় এসেছে- নবী. স. বলেন:

إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم.

> যখন বেলাল রাতে আযান দেয় তখন তোমরা পানাহার কর (সাহরী খাও), যতক্ষণ পর্যন্ত না ইবনে উম্মে মাকতূম (ফজরের নামাযের) আযান দেয় (Al-Bukhārī 1/127, 617)।

আযান ইসলামের একটি শি‘আর বা প্রতীক। একজন অন্ধ সাহাবীকে আযানের দায়িত্বশীল বানানো প্রমাণ করে, রাসূলুল্লাহ স. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সামর্থ্যকে কত বেশি মূল্যায়ন করেছেন।

৩. তাদের প্রয়োজনে সাড়া দান

রাসূলুল্লাহ স. প্রতিবন্ধীদের আহ্বানে সাড়া দিতে সামান্য কুণ্ঠাবোধ করেননি। সাধ্যের সবটুকু দিয়ে তিনি তাদের প্রয়োজন পূরণ করেছেন। ইতবান বিন মালেক রা. বর্ণনা করেন: তিনি একদিন রাসূলুল্লাহ স. এর কাছে এসে বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমার দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছে। আমি স্বীয় গোত্রের নামাযের ইমাম। যখন প্রবল বৃষ্টিপাত হয়, আমার বাড়ি ও মসজিদের মধ্যকার উপত্যকা প্লাবিত হয়ে যায়। তখন

আমি মসজিদে উপস্থিত হয়ে মুসল্লীদের নিয়ে জামাআতের নামায পড়াতে পারি না। তাই মনস্থ করেছি, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যদি আমার বাড়িতে উপস্থিত হয়ে আমার ঘরে নামায পড়তেন, তাহলে সে ঘরকে আমি নামাযের জায়গা হিসেবে গ্রহণ করতাম। রাসূলুল্লাহ স. বললেন: ইনশাআল্লাহ, শীঘ্রই আমি এমনটি করবো। ইতবান রা. বর্ণনা করেন, একদিন দুপুর বেলা রাসূলুল্লাহ স. ও আবু বকর আমার বাড়িতে আগমন করলেন। রাসূলুল্লাহ স. ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। আমি অনুমতি দিলাম। তিনি না বসে সরাসরি নামাযের ঘরে যেতে চাইলেন। তিনি স. বললেন: তোমার ঘরের কোন্ জায়গার আমি নামায পড়বো বলে মনস্থ করেছ? আমি তখন ঘরের একটি কোণের দিকে ইশারা করলাম। রাসূলুল্লাহ স. সেখানে দাঁড়িয়ে তাকবীর বললেন। আমরা তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে কাতার করলাম। তিনি স. দুই রাকআত নামায পড়ে সালাম ফিরালেন (Al-Bukhārī 1/92, 263)।[১]

উক্ত হাদীসের আলোকে প্রতীয়মান হয়, একজন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীর ডাকে সাড়া দিতে নিজে তার বাড়িতে গিয়েছেন, শুধু তাই নয়, আবু বকর রা.কেও সাথে করে তার বাড়িতে নিয়ে গিয়েছেন। এ ছাড়াও মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় এসেছে, আনাস রা. বর্ণনা করেন: মদীনায় এক মহিলা ছিল, যে ছিল বুদ্ধি প্রতিবন্ধী। একদিন সে রাসূলুল্লাহ স. এর নিকট এসে বলল: হে আল্লাহর রাসূল! আপনার সাথে আমার একটি জরুরী কথা আছে। রাসূলুল্লাহ স. তাকে বললেন: হে অমুকের মা! তুমি যে রাস্তায় ইচ্ছা, আমাকে বল, আমি তোমার প্রয়োজন পূর্ণ করবো। তখন সে নবী স.-কে একটি রাস্তায় নিয়ে গেল এবং তার প্রয়োজনীয় কথা সেরে নিল (Muslim ND, 4/1812, 2326)।[২]

---

১. عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم ووددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى قال فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم (سأفعل إن شاء الله) . قال عتبان فغدا رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبو بكر حين ارتفع النهار فاستأذن رسول الله صلى الله عليه و سلم فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت ثم قال (أين تحب أن أصلي من بيتك) . قال فأشرت إلى ناحية من البيت فقام رسول الله صلى الله عليه و سلم فكبر فقمنا فصصفنا فصلى ركعتين ثم سلم.

২. عَنْ أَنَسٍ أَنَّ امْرَأَةً كَانَ فِى عَقْلِهَا شَىْءٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِى إِلَيْكَ حَاجَةً فَقَالَ « يَا أُمَّ فُلاَنٍ انْظُرِى أَىَّ السِّكَكِ شِئْتِ حَتَّى أَقْضِىَ لَكِ حَاجَتَكِ ». فَخَلاَ مَعَهَا فِى بَعْضِ الطُّرُقِ حَتَّى فَرَغَتْ مِنْ حَاجَتِهَا.

উক্ত হাদীসের আলোকে প্রতীয়মান হয়, নবী স. একজন বুদ্ধিপ্রতিবন্ধীর প্রয়োজনে সাড়া দিতে নিজ আসন ছেড়ে ওঠে রাস্তায় চলে গিয়েছেন, প্রয়োজন পূরণ করেই কেবল ফিরেছেন।

৪. সমাজের নেতৃত্ব প্রদান

রাসূলুল্লাহ স. বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন লোকদেরকে তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী গুরুদায়িত্ব প্রদান করেছেন। কাউকে গোত্রের প্রধান নিযুক্ত করেছেন, আবার কাউকে নামাযের ইমামতের মত গুরুদায়িত্ব প্রদান করেছেন। এসব কিছু নবী স. এর মহৎ হৃদয় ও উদার মানসিকতার পরিচয় বহন করে।

জাবির রা. থেকে বর্ণিত, একবার রাসূলুল্লাহ স. বললেন: হে বনু সালামা! তোমাদের গোত্রের প্রধান কে? আমরা বললাম: জাদ্দ বিন কায়েস; তবে আমাদের দৃষ্টিতে সে কৃপণ। রাসূলুল্লাহ স. বললেন: কৃপণতার চেয়ে বড় রোগ আর কী আছে? বরং এখন থেকে তোমাদের গোত্র প্রধান হলো আমর ইবনুল জামূহ (Al-Bukhārī 1889, 1/111, 296)। আর আমর ইবনুল জামূহ ছিলেন একজন খোঁড়া সাহাবী। শুধু তাই নয়, ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমল নামাযের ক্ষেত্রেও অন্ধ সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম রা.কে নবী স. মসজিদে নববীতে ইমাম হিসেবে নিজের প্রতিনিধি বানিয়েছেন। আনাস রা. থেকে বর্ণিত, নবী স. ইবনে উম্মে মাকতূমকে মদীনায় দু'বার নিজের প্রতিনিধি করেছেন (Abū Dāūd 3/131, 2931)। সুনানে আবু দাউদের আরেক বর্ণনায় আরো স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, নবী স. ইবনে উম্মে মাকতূমকে নামাযের ইমাম হিসেবে প্রতিনিধি করেছেন (Abū Dāūd 1/162, 595)।

এ সকল হাদীসের আলোকে প্রতীয়মান হয়, প্রতিবন্ধী লোকেরাও তাদের যোগ্যতা ও সামর্থ্য অনুসারে সমাজের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারবে। কাজেই তাদেরকে অবহেলার দৃষ্টিতে দেখার বা তাদের মেধা ও প্রতিভাকে উপেক্ষা করার কোনো সুযোগ নেই।

৫. দুর্বল ও সবলদের মাঝে সমতা বিধান

সাইয়িদুনা আলী রা. থেকে বর্ণিত, নবী স. বলেন:

> الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ.
>
> মুমিনদের রক্ত সমপর্যায়ের গণ্য হবে। অন্যান্য জাতিধর্মের লোকদের বিরুদ্ধে তারা এক হাতের ন্যায়। তাদের মধ্য হতে সবচেয়ে নিম্নপর্যায়ের ব্যক্তিও ভিন্ন ধর্মাবলম্বীকে নিরাপত্তা দিতে পারবে। কোনো মুমিনকে কাফেরের বদলায় হত্যা করা যাবে না এবং কোনো জিম্মিকেও (চুক্তি অনুযায়ী যাকে নিরাপত্তা প্রদান করা হয়েছে) চুক্তি বহাল থাকা অবস্থায় হত্যা করা যাবে না (Nasāyī 1406, 8/20, 4735)।

ইবনু বাত্তাল রহ. বলেন, রাসূলূল্লাহ স. সকল মানুষের মাঝে সাম্যের বিধান প্রতিষ্ঠা করে বলেছেন: সকল মুমিনের রক্ত সমপর্যায়ের। এর থেকে প্রতীয়মান হয়, রক্ত বা জীবনের মূল্য ছাড়াও অন্যান্য সকল বিষয়ে তাদের অধিকার অভিন্ন হবে (Ibn Battal 2003, 7/244)।

মোল্লা আলী ক্বারী রহ. বলেন, "হাদীসের উদ্দেশ্য হচ্ছে- কিসাস (হত্যার বদলে হত্যা)-এর ক্ষেত্রে সকল মানুষের রক্ত সমমানের। নিহত নিচু শ্রেণীর লোকের বদলায় সম্ভ্রান্ত হত্যাকারীকেও হত্যা করা হবে, অনুরূপ ছোট লোকের বদলায় বড়কে, মূর্খের বদলায় বিদ্বানকে, পুরুষের বদলায় মহিলাকে হত্যা করা হবে। এমনিভাবে নিহত ব্যক্তি যদি সম্ভ্রান্ত কিংবা বিদ্বান হয় এবং হত্যাকারী নিচু শ্রেণীর কিংবা মূর্খ হয়, তবুও হত্যাকারীকেই হত্যা করা হবে। হত্যাকারীর পরিবর্তে অন্য কাউকে হত্যা করা হবে না, যেমনটি জাহেলী যুগের রীতি ছিল –নিহত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির হত্যাকারী নিচু শ্রেণীর হলে তারা শুধু হত্যাকারীকেই হত্যা করে ক্ষান্ত হতো না; বরং বদলায় হত্যাকারীর গোত্রের একাধিক লোককে হত্যা করত।"

"তাদের মধ্য হতে সবচেয়ে নিম্নপর্যায়ের ব্যক্তিও বিধর্মীকে নিরাপত্তা দিতে পারবে" এ কথার অর্থ হচ্ছে- মুমিনদের মধ্য হতে সবচেয়ে নিম্ন পর্যায়ের ব্যক্তিও কোনো বিধর্মীকে নিরাপত্তা দেয়, তাহলে বাকীদের সেই নিরাপত্তা বাতিল করা বা অঙ্গীকার ভঙ্গ করার অধিকার থাকবে না। অধিকন্তু, কোনো মুসলমান যদি কোনো কাফেরকে নিরাপত্তা দেয়, তাহলে সকল মুসলামানের জন্য তার রক্ত প্রবাহিত করা হারাম হয়ে যাবে; যদিও আশ্রয়দাতা হোক নিচু শ্রেণীর অথবা অন্যের অধীনস্থ কেউ। যেমন- ক্রীতদাস, মহিলা ('Alī 1422H 6/2274)। কাজেই এসব ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীদেরকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখার কোনো সুযোগ নেই।

৬. প্রতিবন্ধীদের প্রতি উদারতা

ইতঃপূর্বে আলোচনা হয়েছে, আনাস রা. থেকে বর্ণিত, একজন বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী নারী এসে রাসূল স. কে বলেছিল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার সাথে আমার একটি প্রয়োজনীয় কথা আছে। তখন নবী স. তাকে এ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন- তুমি যেকোনো রাস্তায় ইচ্ছা আমাকে তোমার প্রয়োজনের কথা বলতে পার, সেখানে আমি তোমার প্রয়োজন পূরণ করবো। তখন সেই মহিলা নবী স. কে নিয়ে একটি রাস্তায় গিয়ে তার প্রয়োজনীয় কথা সেরে নেয় (Muslim 2/1812, 2326)।

ইমাম নববী রহ. বলেন: নবী স. নিজের সাথে সাধারণ মানুষের সাক্ষাতের সুযোগ করে দিয়েছেন এবং তাদের সাথে হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন; যেন প্রতিটি ব্যক্তি তার প্রাপ্য অধিকার লাভ করতে পারে। সরকার ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের উচিত, এ আদর্শের পূর্ণ অনুসরণ করা। তাছাড়া আরো প্রতীয়মান হয়, মুসলমানদের কল্যাণে

নবী স. বহু কষ্ট সহ্য করেছেন এবং ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন। তাদের প্রয়োজনে সাড়া দিয়েছেন। এমনকি একজন বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী মহিলার আহ্বানে সাড়া দিয়ে বিনয়ের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন (Nababī 1392, 15/82-83)।

প্রতিবন্ধী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন জনগোষ্ঠীর সামর্থ্যের বিবেচনা

রাসূলুল্লাহ স. দুর্বল ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষের সামর্থ্যের কথা বিশেষভাবে বিবেচনা করেছেন এবং মুসলমানদেরকে তাদের প্রতি বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন। নিম্নে এমন কিছু বিষয় তুলে ধরা হচ্ছেঃ

১. সাধ্যানুযায়ী দায়িত্ব অর্পণ;
২. সহজে নামায আদায়ের সুযোগ প্রদান;
৩. ইমামদের প্রতি নবী স. কর্তৃক নামায সংক্ষিপ্ত করার নির্দেশ প্রদান;
৪. দুর্বলদের বিবেচনা করে নবী স. কর্তৃক বিলম্বে এশার নামায আদায়ের প্রতি অনাগ্রহ প্রকাশ;
৫. জবাদাদিহিতা হতে অব্যাহতি প্রদান।

১. সাধ্যানুযায়ী দায়িত্ব অর্পণ

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেনঃ

فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه.

আর আমি যখন তোমাদের কোনো কাজের আদেশ করি তখন তোমরা নিজেদের সাধ্যানুযায়ী তা পালন কর, আর যখন তোমাদের কোনো কাজ থেকে নিষেধ করি তখন তা বর্জন কর (Muslim Nd. 2/975, 14337)।

ইবনু রজব হাম্বলী বলেনঃ "আর আমি যখন তোমাদের কোনো কাজের আদেশ করি তখন তোমরা নিজেদের সাধ্যানুযায়ী তা পালন কর" উক্ত বাণীর মাঝে এ কথার প্রমাণ রয়েছে যে, কোনো ব্যক্তি যদি আদিষ্ট কাজ পরিপূর্ণরূপে করতে সমর্থ না হয়, বরং আংশিক করতে সমর্থ হয় তাহলে সে ততটুকুই পালন করবে। এ বিধান সকল বিষয়ে প্রযোজ্য। যেমন কোনো ব্যক্তি যদি পরিপূর্ণরূপে পবিত্রতা অর্জন করতে সক্ষম না হয়; বরং আংশিক করতে সক্ষম হয়- হয়তো পানি না থাকার কারণে অথবা কোনো অঙ্গের অসুস্থতাজনিত কারণে তাহলে যেটুকু ধুতে সক্ষম হয় সেটুকুই ধুয়ে নিবে, আর বাকীটুকুর জন্য মাসেহ করে নিবে। প্রসিদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী এক্ষেত্রে ওযু ও গোসলের বিধান একই (Ibn Rajab 2001, 1/256)।

২. সহজে নামায আদায়ের সুযোগ প্রদান

অনুরূপ কোনো ব্যক্তি যদি ফরয নামায দাঁড়িয়ে আদায় করতে না পারে, তাহলে বসে আদায় করবে। যদি বসেও আদায় করতে না পারে, তাহলে শুয়ে আদায় করবে।

ইমরান ইবনে হুসাইন রা. বর্ণনা করেনঃ আমি অর্শরোগে আক্রান্ত ছিলাম। তাই নবী স. কে নামাযের পদ্ধতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন নবী স. বললেনঃ

صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب

তুমি দাঁড়িয়ে নামায আদায় করবে। যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে বসে আদায় করবে। যদি তাও সম্ভব না হয় তাহলে কাৎ হয়ে শুয়ে আদায় করবে (Al-Bukhārī 2/48, 263)।

৩. ইমামদের প্রতি নবী স. কর্তৃক নামায সংক্ষিপ্ত করার নির্দেশ প্রদান

যেহেতু জামাআতের নামাযে দুর্বল-সবল, সুস্থ ও অসুস্থ সবধরনের মুসল্লী থাকে, তাই দুর্বলদের বিবেচনা করে নবী স. ইমামদেরকে সংক্ষিপ্ত পরিসরে নামায আদায়ের জোর নির্দেশ দিয়েছেন। ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী স. এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! অমুক ইমাম ফজরের নামায খুব দীর্ঘ করে করে বিধায় আমি জামাআতে উপস্থিত হই না। এ কথা শুনে নবী স. এত বেশি অসন্তুষ্ট হলেন যে, অন্য কোনো বিষয়ে তাকে কখনো এত বেশি অসন্তুষ্ট হতে দেখিনি। এরপর তিনি বললেনঃ

إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم الضعيف والكبير و ذا الحاجة

তোমাদের কেউ কেউ (লোকদের মধ্যে দীনের প্রতি) অনীহা তৈরি করছে। যে কেউ নামাযের ইমামত করবে সে যেন নামায সংক্ষিপ্ত করে। কারণ তার পেছনে রয়েছে দুর্বল, বয়োবৃদ্ধ ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন লোকজন (Al-Bukhārī 1987, 1/142, 702)।

৪. দুর্বলদের কথা বিবেচনা করে নবী স. কর্তৃক বিলম্বে এশার নামায আদায়ের প্রতি অনাগ্রহ প্রকাশ

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, এশার নামায অর্ধরাতে আদায় করা উত্তম। তবে যেহেতু অর্ধরাতে আদায় করতে গেলে অনেকের জন্য কষ্টকর হবে, তাই নবী স. সাধারণত রাতের শুরুভাগেই আদায় করতেন। আবূ সায়ীদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ স. আমাদেরকে নিয়ে মাগরিবের নামায আদায় করলেন। এরপর অর্ধরাত অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি কামরার বাইরে এসে আমাদের নিয়ে এশার নামায আদায় করলেন। অতঃপর তিনি বললেনঃ

ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا، وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة

মনোযোগ দিয়ে শুনো! মানুষেরা নামায আদায় করে শুয়ে পড়েছে, আর তোমরা যতক্ষণ নামাযের অপেক্ষায় ছিলে ততক্ষণ নামাযেই ছিলে (অর্থাৎ নামাযের সওয়ার লাভ করেছ) (Al-Bukhārī 1987, 1/123, 600)।

৫. জবাবাদিহিতা হতে অব্যাহতি প্রদান
আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেন:

> رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر.
>
> তিন ব্যক্তি থেকে (জবাবদিহিতার) কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। ঘুমন্ত ব্যক্তি থেকে, জাগ্রত হওয়া পর্যন্ত; অসুস্থ ব্যক্তি থেকে সুস্থ হওয়া পর্যন্ত এবং শিশু থেকে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত (Abū Dāūd 4/139, 4398)।

উক্ত হাদীসের আলোকে প্রতীয়মান হয়- পাগল বা পূর্ণমাত্রায় বুদ্ধিপ্রতিবন্ধীর প্রতি শরীয়তের পক্ষ থেকে কোন বিধান আরোপ করা হয়নি।

প্রতিবন্ধীদের প্রতি মহানবী স.-এর দয়া
আল্লাহ তাআলা নবী স.কে বিশ্বজগতের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ বলেন: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ "আমি আপনাকে বিশ্বজগতের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি" (Al-Qurān 21 : 107)। সাধারণভাবে নবী স. সকল মানুষের জন্য দয়ার আধার। বিশেষত দুর্বল ও প্রতিবন্ধীদের জন্য। কারণ তারাই এ রহমত বা দয়া পাওয়ার সবচেয়ে বেশি হকদার। তাই যেমনিভাবে নবী স. নিজে দুর্বল ও প্রতিবন্ধীদের প্রতি ছিলেন অতিশয় দয়ালু, তেমনি উম্মতকেও তাদের প্রতি দয়াশীল হতে উৎসাহিত করেছেন। নিম্নে এ বিষয়ক কিছু হাদীস ও ইসলামের নির্দেশনা তুলে ধরা হচ্ছে:

১. দুর্বলদের প্রতি সদয় ব্যক্তিদের মর্যাদা;
২. দুর্বল শ্রেণির লোকদের প্রতি জুলুম করা থেকে মানুষকে বিশেষভাবে সতর্ককরণ;
৩. দুর্বল লোকদের নিন্দা না করা;
৪. দুর্বলদের প্রতি সদয় হতে সবলদের প্রতি নির্দেশ;
৫. দুর্বলদের প্রয়োজন পূরণে অনীহার ভয়াবহতা;
৬. দুর্বল লোকদের সহযোগিতা করাও সাদাকা;
৭. অন্ধকে বিপথপ্রদর্শনকারীর প্রতি আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়ার হুশিয়ারী;
৮. যে ব্যক্তি মানুষের প্রয়োজনে পাশে দাঁড়াবে আল্লাহও তার প্রয়োজনে পাশে থাকবেন;
৯. রাসূল স. কর্তৃক দুর্বলদের সহায়তার নির্দেশ।

১. দুর্বলদের প্রতি সদয় ব্যক্তিদের মর্যাদা
সা'দ ইবনে উবাদা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেন:

> إنما يرحم الله من عباده الرحماء
>
> নিশ্চয় আল্লাহ আপন বান্দাদের মধ্য হতে দয়াশীল বান্দাদের প্রতি দয়া করেন (Al-Bukhārī 9/133, 7448)।

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা. থেকে বর্ণিত অপর এক হাদীসে নবী স. বলেন:

> الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء
>
> দয়াশীল ব্যক্তিদের প্রতি রাহমান (অতিশয় দয়ালু আল্লাহ) দয়া করেন। কাজেই তোমরা জমিনবাসীদের প্রতি দয়া কর, তাহলে আসমানবাসীও তোমাদের প্রতি দয়া করবেন (Ahmad 11/33, 6494)।

কাজেই আল্লাহর দয়া পেতে চাইলে সকল সৃষ্টির প্রতি বিশেষত দুর্বল ও প্রতিবন্ধীদের প্রতি বিশেষভাবে দয়া করা উচিত।

অপর এক হাদীসে এসেছে: আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেন:

> أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا، ولأن أمشي مع أخي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد - يعني مسجد المدينة شهرا - ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه، ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة، ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يتهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام«
>
> আল্লাহর তাআলার নিকট সবচেয়ে প্রিয় ঐ ব্যক্তি যে মানুষের সবচেয়ে কল্যাণকামী। আল্লাহর তাআলার নিকট সবচেয়ে প্রিয় আমল হলো কোনো মুসলিমের অন্তরকে খুশি করা অথবা তার থেকে কোনো বিপদ দূর করা কিংবা তার ঋণ পরিশোধ করা বা তার ক্ষুধা নিবারণ করা। আমার ভাইয়ের প্রয়োজনে তার সাথে চলা আমার নিকট এ মসজিদে -মসজিদে নববীতে– একমাস ইতিকাফ করার চাইতে উত্তম। যে ব্যক্তি তার ক্রোধ নিবারণ করবে আল্লাহ তার দোষ-ত্রুটি ঢেকে দিবেন। যে ব্যক্তি তার রাগ সংবরণ করবে –যখন সে তার রাগের বাস্তবায়ন ঘটাতে সক্ষম– আল্লাহ কিয়ামত দিবসে তার অন্তরকে আশা-ভরসার দ্বারা ভরে দিবেন। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজনে পথ চলবে, এমনকি তার প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা হবে, আল্লাহ সেদিন তাকে দৃঢ়পদ রাখবেন যেদিন মানুষের পা পিছলে যাবে (Tabarānī 13646)।

২. দুর্বল শ্রেণির লোকদের প্রতি জুলুম করা থেকে মানুষকে বিশেষভাবে সতর্ককরণ
আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেন:

> إن الله لا يقدس أمة لا يأخذ الضعيف حقه من القوي وهو غير متعتع.
>
> আল্লাহ ঐ জাতিকে পবিত্র করবেন না যাদের মধ্য হতে দুর্বল ব্যক্তি সবল ব্যক্তি থেকে তার প্রাপ্য অধিকার সহজে বুঝে পায় না (Baihaqi 10/160, 20201)।

মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল সানআনী রহ. বলেন: পবিত্র করবেন না-এর অর্থ হলো, গুনাহের কালিমা থেকে পবিত্র করবেন না এবং সে জাতির মর্যাদা সমুন্নত করবেন না (Al-Amīr, 3/361, 1824)।

উক্ত হাদীস থেকে এ কথা প্রমাণ হয়, সমাজে দুর্বল লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য অধিকার প্রদান করা গুনাহ মাফের মাধ্যম এবং ন্যায্য অধিকার থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করা লাঞ্ছনার কারণ।

৩. দুর্বল লোকদের নিন্দা না করা

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ স. এর নিকট এসে দাঁড়াল। উপস্থিত লোকেরা তার দাঁড়ানোর মাঝে দুর্বলতার ছাপ লক্ষ্য করে বলল: কিসে তাকে এমন অক্ষম করে দিয়েছে! তখন রাসূলুল্লাহ স. বললেন:

أكلتم أخاكم واغتبتموه

তোমরা তোমাদের ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করেছ এবং তার গীবত করেছ (Tabarānī 1/145)।

ইবনে বাত্তাল রহ. বলেন: এরূপ কথা তখনই গীবত হবে যখন তা নিন্দা বা দোষ প্রকাশার্থে বলা হবে এবং আলোচনাকারী বিষয়টিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখবে। এ বিষয়েই নিষেধাজ্ঞা এসেছে। তবে যদি পরিচিতির জন্য এমন বলা হয়, তাহলে তা গীবতের আওতাভুক্ত হবে না। যেমন আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ.কে জিজ্ঞাসা করা হলো, যদি কোনো ব্যক্তি পরিচিতির জন্য এমন বলে: (حميد الطويل) লম্বা হুমাইদ, (سليمان الأعمش) ক্ষীণদৃষ্টি সম্পন্ন সুলাইমান, (حميد الأعرج) খোঁড়া হুমাইদ, (مروان الأصفر) হলদে বর্ণের মারওয়ান ইত্যাদি। তখন আব্দুল্লাহ বললেন: যদি পরিচয় দান উদ্দেশ্য হয়; নিন্দা উদ্দেশ্য না হয়, তাহলে এতে কোনো সমস্যা নেই (Ibn Battal 9/243)।

৪. দুর্বলদের প্রতি সদয় হতে সবলদের প্রতি নির্দেশ

নবী স. সবল লোকদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, তারা যেন দুর্বল লোকদের প্রতি সদয় ও সহানুভূতিশীল হয়। যেমন হজ্জের মওসুমে উমর রা.-কে দুর্বল লোকদের প্রতি সদয় হয়ে হজ্জের কার্যক্রম সম্পন্ন করতে নির্দেশ দিয়েছেন; যেহেতু উমর রা. ছিলেন সুঠাম দেহের অধিকারী। উমর রা. থেকে বর্ণিত, একবার নবী স. তাকে বললেন:

يا عمر، إنك رجل قوي، لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة فاستلمه، وإلا فاستقبله فهلل.

হে উমর! তুমি শক্তিশালী পুরুষ। তাই হাজারে আসওয়াদের নিকট ভীড় করে দুর্বল লোকদের কষ্ট দিওনা। যদি তুমি খালি জায়গা পাও, তাহলে তাকে চুম্বন

কর; আর যদি খালি জায়গা না পাও, তাহলে তার দিকে মুখ করে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও আল্লাহু আকবার পড় (Ahmad 1/321, 189)।

উক্ত হাদীস থেকে বোঝা যায়, সবলদের উচিত সবসময় সুযোগ সুবিধা লাভের ক্ষেত্রে দুর্বলদেরকে প্রাধান্য দেয়া।

৫. দুর্বলদের প্রয়োজন পূরণে অনীহা প্রকাশের ভয়াবহতা

দুর্বলদের প্রয়োজন পূরণে অনীহা প্রদর্শনের বিষয়ে হাদীসে খুব কঠিন সতর্কবাণী এসেছে। আবূ মারয়াম আযদী রা. বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ স. কে বলতে শুনেছি:

من ولاه الله عز وجل شيئا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم، وخلتهم وفقرهم، احتجب الله عنه دون حاجته وخلته، وفقره.

মহান আল্লাহ যাকে মুসলিমদের কোনো কাজের দায়িত্বশীল বানান, অতঃপর সে তাদের প্রয়োজন পূরণ, তাদের অভিযোগ শ্রবণ ও অভাব মোচন করা থেকে বিরত থাকে (কিংবা অনীহা প্রকাশ করে), আল্লাহও তার প্রয়োজন পূরণ, তার অভিযোগ শ্রবণ ও অভাব মোচন থেকে বিরত থাকবেন (Abū Dāūd ND. 3/135, 2948)।

মোল্লা আলী ক্বারী রহ. উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন: যে দায়িত্বশীল পদাধিকারী ব্যক্তি তার অধীনস্থ ব্যক্তিদের প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে বের হতে এবং উদ্যোগী হতে বিরত থাকবে, তাদের প্রতি অনীহা প্রকাশ করবে, আল্লাহ তার ইহকালীন ও পরকালীন প্রয়োজন ও আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণের ব্যবস্থা করবেন না। তাবারানী শরীফের একটি বর্ণনা দ্বারা এর সমর্থন হয়:

من ولي شيئا من أمور المسلمين لم ينظر الله في حاجته حتى ينظر في حوائجهم

যে ব্যক্তি মুসলিমদের কোনো কাজের দায়িত্বশীল হবে আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণের বিষয়ে ভ্রুক্ষেপ করবেন না; যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তাদের প্রয়োজন পূরণের বিষয়ে মনোযোগী হয় (Tabarānī 1994, 12/440, 13603)।

কাযী বলেন: আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণ না করার অর্থ হচ্ছে, তিনি তার দুআ কবুল করবেন না এবং তার আশা নিরাশায় পরিণত করবেন (Alī 1422H, 6/2423)।

৬. দুর্বল লোকদের সহযোগিতা করাও সাদাকা

আবু যর রা. বর্ণনা করেন : প্রতিদিন -যেখানে সূর্য উদিত হয়- প্রতিটি মানুষের ওপর নিজের প্রতি সাদাকা করা আবশ্যক। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কোত্থেকে সাদাকা করবো, আমাদের তো ধন সম্পদ নেই! তখন নবী স. বললেন:

لأن من أبواب الصدقة التكبير، وسبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، وأستغفر الله، وتأمر بالمعروف، وتنهى عن المنكر، وتعزل الشوكة عن طريق الناس والعظم والحجر، وتهدي الأعمى، وتسمع الأصم والأبكم حتى يفقه، وتدل

المستدل على حاجة له قد علمت مكانها، وتسعى بشدة ساقيك إلى اللهفان المستغيث، وترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف، كل ذلك من أبواب الصدقة منك على نفسك.

সাদাকার একটি প্রকার হলো, আল্লাহু আকবার বলা, সুবহানাল্লাহ, আল-হামদুলিল্লাহ, লাইলাহা ইল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ বলা। সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করা। মানুষের চলাচলের রাস্তা থেকে কাঁটা, হাড় ও পাথর সরিয়ে দেয়া। অন্ধকে পথ দেখানো, বধির ও বোবাকে কথা বুঝিয়ে দেয়া, নির্দেশনা কামনাকারীকে তার প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা যা তোমার জানা আছে, বিপদগ্রস্ত সাহায্যকামনাকারীর সাহায্যে শক্ত পায়ে এগিয়ে আসা, দুর্বল লোককে শক্ত হাতে সহযোগিতা করা। এসব কিছু তোমার নিজের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি সাদাকা (Ahmad 35/383, 21484)।

৭. অন্ধকে বিপথপ্রদর্শনকারীর প্রতি আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়ার হুশিয়ারী

ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেন:

لَعَنَ اللَّهُ مَنْ كَمَّهَ الْأَعْمَى عَنِ السَّبِيلِ

আল্লাহ ঐ ব্যক্তির প্রতি অভিসম্পাত করেন যে অন্ধকে বিপথগামী করে (Hakim 1990, 4/396, 8052)।

৮. যে ব্যক্তি মানুষের প্রয়োজনে পাশে দাঁড়াবে আল্লাহও তার প্রয়োজনে পাশে থাকবেন

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেন:

المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة، فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة».

এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সে তার প্রতি জুলুম করতে পারে না এবং তাকে অসহায় অবস্থায় ছাড়তে পারে না। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজনে পাশে দাঁড়াবে আল্লাহ তার প্রয়োজনে পাশে থাকবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের বিপদ দূর করবে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার সমূহবিপদের একটি বিপদ দূর করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের দোষ-ত্রুটি গোপন করবে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দোষ-ত্রুটি গোপন করবেন (Al-Bukhārī 3/128, 2442)।

উক্ত হাদীসে নবী স. মুসলমান ভাইয়ের প্রয়োজনে পাশে দাঁড়াতে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

৯. রাসূল স. কর্তৃক দুর্বলদের সহায়তার নির্দেশ

বারা ইবনে আযিব রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ স. আমাদেরকে সাতটি কাজের নির্দেশ দিয়েছেন। কাজগুলো হচ্ছে: পীড়িতের সেবা করা, জানাযার নামাযে শরীক হওয়া, হাঁচিদাতার জবাব দেয়া, দুর্বলকে সহায়তা করা, নিপীড়িতের সাহায্য করা, সালামের ব্যাপক প্রচলন করা, কসমকারীর কসম পূরণের ব্যবস্থা করা (Al-Bukhārī 8/52, 6235)।

প্রতিবন্ধী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন জনগোষ্ঠী সম্পর্কে নববী নির্দেশনা

মহান আল্লাহ নবী কারীম স.-কে মানব জাতির হিদায়াত ও সৌভাগ্যের পথ দেখাতে প্রেরণ করেছেন। প্রতিবন্ধীরাও যেহেতু মানবসমাজের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, তাই তাদের জন্যও রয়েছে নববী নির্দেশনা। এ পর্যায়ে আমরা আলোচনা করবো প্রতিবন্ধীদের জন্য নবী স.-এর নির্দেশনা, উপদেশ, পরকালে তাদের জন্য বিরাট প্রতিদানের ঘোষণা ইত্যাদি। নিম্নে এ বিষয়গুলো তুলে ধরা হচ্ছে:

প্রতিবন্ধী ও বিপদগ্রস্তদের জন্য পরকালে বিরাট প্রতিদানের ঘোষণা

নবী স. মুমিনের জীবনের ছোট-বড় কোনো বিপদকেই কল্যাণশূণ্য বিবেচনা করেননি। বরং সকল বিপদকেই মুমিনের জন্য কল্যাণকর হিসেবে গণ্য করেছেন। কারণ মুমিনের জীবনের সকল বিপদেই আল্লাহর পক্ষ হতে কোনো কল্যাণ নিহিত রয়েছে। তাই মুমিনদেরকে নবী কারীম স. ধৈর্য ধারণ ও সওয়াবের আশা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন এবং এর বিনিময়ে পরকালে আল্লাহর পক্ষ হতে বিরাট প্রতিদানের ঘোষণা করেছেন :

১. শারীরিক বিপদগ্রস্ততা কল্যাণের নিদর্শন

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন:

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ

আল্লাহ যার কল্যাণের ইচ্ছা করেন তাকে বিপদে আক্রান্ত করেন (Al-Bukhārī 7/115, 5645)

মোল্লা আলী কারী রহ. উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, তাকে বিপদ দিয়ে গুনাহ থেকে পবিত্র করেন এবং তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন (Ali Qari 1422H, 3/1127)

২. মৃগীরোগে ধৈর্য ধারণের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ

আতা ইবনে আবী রবাহ রহ. বর্ণনা করেন, ইবনে আব্বাস রা. আমাকে বলেছেন: তুমি কি একজন জান্নাতী নারী দেখতে চাও? আমি বললাম : হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন: এই কালো বর্ণের নারী; যে একবার নবী স.-এর নিকট এসে বলল: আমি মৃগীরোগে আক্রান্ত, এ কারণে আমার সতর খুলে যাওয়ার আশঙ্কা হয়, তাই আপনি আল্লাহর নিকট আমার জন্য দুআ করুন। তখন নবী স. বললেন: যদি তুমি ধৈর্য ধারণ কর তবে বিনিময়ে জান্নাত পাবে, আর যদি তুমি চাও তাহলে আমি আল্লাহর নিকট তোমার সুস্থতার জন্য দুআ করবো। উত্তরে সেই নারী বলল: আমি ধৈর্য ধারণ

করবো। অতঃপর আবার বলল: আমার সতর খুলে যাওয়ার আশঙ্কা হয়; আপনি আল্লাহর নিকট দুআ করুন যেন আমার সতর খুলে না যায়। তখন নবী স. তার জন্য দুআ করলেন (Al- Bukhārī 7/116, 5652)।

৩. ধৈর্যধারণকারী অন্ধের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ

আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণনা করেন, আমি নবী স.কে বলতে শুনেছি:

إِنَّ اللَّهَ قَالَ: إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتَيْهِ فَصَبَرَ، عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الجَنَّةَ "يُرِيدُ: عَيْنَيْهِ

নিশ্চয় আল্লাহ বলেন: যখন আমি আমার বান্দাকে তার প্রিয় দু'টি অঙ্গ (চোখ) দ্বারা পরীক্ষা করি, অতঃপর সে ধৈর্যধারণ করে, বিনিময়ে তাকে জান্নাত দান করি (Al- Bukhārī 7/116, 5653)।

অপর এক বর্ণনায় আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, নবী স. বলেন:

يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: مَنْ أَذْهَبْتُ حَبِيبَتَيْهِ فَصَبَرَ وَاحْتَسَبَ لَمْ أَرْضَ لَهُ ثَوَابًا دُونَ الجَنَّةِ

মহান আল্লাহ বলেন: আমি যার প্রিয় দুটি অঙ্গ নিয়ে নিলাম, অতঃপর সে তাতে ধৈর্যধারণ করে সওয়াবের আশা করল, বিনিময়ে আমি তার জন্য জান্নাত ছাড়া অন্য কিছুতে সন্তুষ্ট হবো না (Tirmidhī 1975, 4/603, 2401)।

আল্লামা ইবনে হাজার রহ. বলেন: হাদীসে উল্লেখিত প্রিয় দুটি অঙ্গ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো চোখ। কারণ চোখই মানুষের সবচেয়ে প্রিয় অঙ্গ, যেহেতু দু'টি চোখ না থাকলে মানুষের ভালো বিষয় দেখে তা অর্জন এবং মন্দ বিষয় দেখে তা বর্জন করতে না পারার আফসোস থেকে যায়। হাদীসে বর্ণিত ধৈর্য ধারণের অর্থ হলো, ধৈর্যধারণকারীর জন্য আল্লাহ যে প্রতিদানের অঙ্গীকার করেছেন তা চিন্তা করে সওয়াবের আশায় ধৈর্যধারণ করা। নতুবা নিছক ধৈর্যধারণ উদ্দেশ্য নয়। কারণ সকল কাজ নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। আল্লাহ (মুমিন) বান্দাকে যে বিপদে আক্রান্ত করেন তা তাঁর অসন্তুষ্টির কারণে নয়। বরং তার থেকে বড় কোনো বিপদকে দূর করা বা পাপ মোচন করা কিংবা তার মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য। যখন বান্দা সন্তুষ্টচিত্তে তা মেনে নেবে তখন তার জন্য আল্লাহর উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে (Ibn Hajar 10/116)।

৪. বিপদে আক্রান্ত হওয়া পাপ মোচনের মাধ্যম

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, নবী স. বলেন:

مَا يُصِيبُ المُسْلِمَ، مِنْ نَصَبٍ وَلاَ وَصَبٍ، وَلاَ هَمٍّ وَلاَ حُزْنٍ وَلاَ أَذًى وَلاَ غَمٍّ، حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا، إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ»

মুসলিম ব্যক্তির ওপর যেসকল যাতনা, রোগব্যাধি, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা, কষ্ট ও পেরেশানী আপতিত হয়, এমনকি যে কাঁটা তার দেহে বিদ্ধ হয়, এ সবের দ্বারা আল্লাহ তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন (Al-Bukhārī 7/114, 5641)।

৫. কিয়ামত দিবসে রোগাক্রান্ত ব্যক্তিরা বিরাট নেকী লাভ করবে

জাবির রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেন:

يَوَدُّ أَهْلُ العَافِيَةِ يَوْمَ القِيَامَةِ حِينَ يُعْطَى أَهْلُ البَلَاءِ الثَّوَابَ لَوْ أَنَّ جُلُودَهُمْ كَانَتْ قُرِضَتْ فِي الدُّنْيَا بِالمَقَارِيضِ.

কিয়ামত দিবসে যখন রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদেরকে নেকী প্রদান করা হবে তখন সুসাস্থ্যের অধিকারী ব্যক্তিরা কামনা করবে- যদি দুনিয়াতে তাদের চামড়া কাঁচি দ্বারা কাটা হতো (Tirmidhī 4/603, 2401)।

অপর এক বর্ণনায় ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, নবী স. বলেন:

يُؤْتَى بِالشَّهِيدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُنْصَبُ لِلْحِسَابِ، وَيُؤْتَى بِالْمُتَصَدِّقِ فَيُنْصَبُ لِلْحِسَابِ، ثُمَّ يُؤْتَى بِأَهْلِ الْبَلَاءِ، وَلَا يُنْصَبُ لَهُمْ مِيزَانٌ، وَلَا يُنْشَرُ لَهُمْ دِيوَانٌ فَيُصَبُّ عَلَيْهِمُ الْأَجْرُ صَبًّا حَتَّى إِنَّ أَهْلَ الْعَافِيَةِ لَيَتَمَنَّوْنَ فِي الْمَوْقِفِ أَنَّ أَجْسَادَهُمْ قُرِضَتْ بِالْمَقَارِيضِ مِنْ حُسْنِ ثَوَابِ اللهِ لَهُمْ

কিয়ামত দিবসে শহীদকে উপস্থিত করে হিসাবের জন্য দাঁড় করানো হবে, দানশীল ব্যক্তিকে উপস্থিত করে হিসাবের জন্য দাঁড় করানো হবে, অতঃপর রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদেরকে উপস্থিত করা হবে, কিন্তু তাদের জন্য দাড়িপাল্লার ব্যবস্থা করা হবে না এবং তাদের আমলনামা খোলাও হবে না, অতঃপর তাদেরকে আল্লাহর পক্ষ হতে এত বেশি উত্তম বিনিময় প্রদান করা হবে, যা দেখে সুসাস্থ্যের অধিকারী ব্যক্তিরা সেখানে কামনা করবে- যদি তাদের শরীর কাঁচি দ্বারা কাটা হতো (Tabaranī 1994, 12/182)।

৬. দুর্বল ব্যক্তিদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ

হারিছা ইবনে ওয়াহাব আল-খুযায়ী রা. বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ স. কে বলতে শুনেছি:

أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ الجَنَّةِ؟ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعَّفٍ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ، وَأَهْلِ النَّارِ: كُلُّ جَوَّاظٍ عُتُلٍّ مُسْتَكْبِرٍ

আমি কি তোমাদের জান্নাতীদের সম্পর্কে অবহিত করবো না? তারা হলো ঐ সকল লোক যারা অসহায়, যাদেরকে হীন মনে করা হয়। তারা যদি আল্লাহর নামে কসম করে বসে, তাহলে তিনি নিশ্চয় তা পূরণ করে দেন। আমি কি তোমাদের জাহান্নামীদের সম্পর্কে অবহিত করবো না? তারা হলো রূঢ় স্বভাব, কঠিন হৃদয় ও দাম্ভিক লোক (Al-Bukhārī 6/159, 4918)।

প্রতিবন্ধী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

এ পর্যায়ে আমরা প্রতিবন্ধী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শ্রেণি ও সুস্থ সবলদের দায়িত্ব সম্পর্কে সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করবো। আল্লাহ যাকে প্রতিবন্ধী করেছেন অথবা কোনো বিপদ-আপদে আক্রান্ত করেছেন তার কর্তব্য হচ্ছে:

১. অন্তরে এ কথার দৃঢ় বিশ্বাস করা যে, আমি যে বিপদে আক্রান্ত হয়েছি তা তাকদীর তথা আল্লাহর পূর্বনির্ধারিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হয়েছে। আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা থেকে পালানোর কোনো সুযোগ নেই। এতেই আমার কল্যাণ নিহিত। আল্লাহ বলেন:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ.

পৃথিবীতে এবং তোমাদের ব্যক্তি জীবনে যে বিপদ-আপদ আসে তা আমি সংঘটিত করার পূর্বেই কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। আল্লাহর পক্ষে তা খুব সহজ। এ বিষয়টি এ জন্যে যে, তোমরা যা হারিয়েছ তার জন্য যেন বিমর্ষ না হও এবং যা তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন তার জন্য আহ্লাদিত না হও (Al-Qurān 57 : 22-23)।

অপর এক আয়াতে আল্লাহ বলেন:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকে কোন বিপদই আপতিত হয় না এবং যে আল্লাহকে বিশ্বাস করে তিনি তার অন্তরকে সুপথে পরিচালিত করেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত (Al-Qurān 64 : 11)।

যখন কোনো মুমিন অন্তরে এ কথার বিশ্বাস রাখবে তখন সে অন্তরে প্রশান্তি লাভ করবে। তাকদীরের প্রতি বিশ্বাসের কারণে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন সহজ হবে।

২. অন্তরে এ কথারও বিশ্বাস রাখা যে, যে মুমিন বান্দাকে বেশি ভালোবাসেন তাকে বিপদ-আপদ দিয়ে বেশি পরীক্ষা করেন। যে কারণে দেখা যায়- নবীদের থেকে যত কঠিন পরীক্ষা নেয়া হয়েছে সাধারণ উম্মত থেকে কখনোই তেমন পরীক্ষা নেয়া হয়নি। হাদীস শরীফে আছে:

عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلاَءً؟ قَالَ: الأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الأَمْثَلُ فَالأَمْثَلُ، فَيُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، فَإِنْ كَانَ دِينُهُ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلاَؤُهُ، وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ ابْتُلِيَ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، فَمَا يَبْرَحُ البَلاَءُ بِالعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِي عَلَى الأَرْضِ مَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ.

মুসআব ইবনে সা'দ তার পিতা সা'দ (ইবনে আবী ওয়াক্কাস) রা. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! কোন প্রকারের মানুষ সবচেয়ে বিপদের সম্মুখীন হয়? নবী স. বললেন: নবীগণ, অতঃপর পর্যায়ক্রমে তাদের পরবর্তী স্তরের উত্তম লোকজন, অতঃপর তাদের পরবর্তী স্তরের উত্তম লোকজন। মানুষের থেকে তাদের ধার্মিকতার স্তর অনুযায়ী পরীক্ষা নেয়া হয়। যার দীনদারি বেশি মজবুত তার পরীক্ষাও কঠিন হয়। আর যদি

দীনদারি দুর্বল হয় তাহলে পরীক্ষাও সে অনুপাতে সহজ হয়। এভাবে মুমিন বান্দার প্রতি পরীক্ষা আসতে থাকে; এমনকি এক পর্যায়ে তার অবস্থা এমন হয় যে, সে যমীনে নিষ্পাপ অবস্থায় চলাফেরা করে (Tirmidhī 4/179, 2398)।

৩. অন্তরে এ কথার বিশ্বাস রাখা যে, মুমিন বান্দার কোনো বিপদই কল্যাণশূন্য নয়। নিশ্চয় আল্লাহ এর উত্তম প্রতিদান দান করবেন। যেমন ইতিপূর্বে এ বিষয়ক বেশ কিছু হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে।

৪. প্রতিবন্ধী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের মনোবল না হারিয়ে মনে সাহস সঞ্চার করা এবং আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে নিজের প্রতিভাকে বিকশিত করার চেষ্টা করা। কারণ অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যায়, প্রতিবন্ধী বা বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষের কোনো ইন্দিয়শক্তি দুর্বল হলেও অন্যান্য ইন্দ্রিয় বা অঙ্গ হয় সাধারণ মানুষের তুলনায় অনেক বেশি কার্যকর। যেমন অন্ধ লোকদের মুখস্থ শক্তি সাধারণ মানুষের তুলনায় অনেক বেশি প্রখর। বাংলাদেশেই বহু অন্ধ কুরআনের হাফেয রয়েছেন, আল্লাহ যাদের অন্তরে কুরআনে কারীমকে সংরক্ষিত করেছেন। এছাড়াও ইতিহাস সাক্ষী, প্রতিবন্ধী লোকেরা পৃথিবীকে এমন সব আবিষ্কার উপহার দিয়েছে, যা সাধারণ মানুষ দিতে পারেনি। যেমন বৈদ্যুতিক বাতি, টেলিগ্রাফ, ও কেমেরার আবিষ্কারক থমাস এলভা এডিসন, (মার্কিন বিজ্ঞানী, ১৮৪৭- ১৯৩১) যিনি বাল্যকালে শ্রবণশক্তি হারিয়েছিলেন। (Al-Duwaikat, 2018) তাছাড়া প্রখ্যাত বৃটিশ বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং (১৯৪২-২০১৮) এর কথাও অজানা নয়; যিনি চরম শারীরিক অক্ষমতা সত্ত্বেও ইলেট্রিক উপকরণের সাহায্যে বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে ধারণা প্রদান করেছেন। এভাবে প্রতিবন্ধীরা তাদের সামর্থ্য অনুপাতে কারিগরি, হস্ত ও কুটির শিল্পে দক্ষতা অর্জন করে সমাজের উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে।

প্রতিবন্ধী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন জনগোষ্ঠীর প্রতি সুস্থ-সবলদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

১. আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা এজন্য যে, তিনি আমাকে সুস্থ ও সবল রেখেছেন। সাথে সাথে অন্তরে এ কথার বিশ্বাস রাখা যে, আল্লাহ অমুক ভাইকে যেমন অমুক রোগ দিয়ে পরীক্ষা করেছেন আমাকেও পরীক্ষা করতে পারেন। কারণ তিনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান। তাঁর পক্ষে কোনো কিছুই অসম্ভব নয়। আল্লাহ বলেন:

وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ

আর আমি তোমাদেরকে মন্দ ও ভালো দ্বারা পরীক্ষা করি। আর আমার নিকটই তোমরা প্রত্যানীত হবে (Al-Qurān 21 : 35)।

সেই সাথে অন্তরে এমন ধারণা রাখা যে, আল্লাহর নিকট তার মর্যাদা হয়তো আমার চেয়ে অনেক বেশি। কারণ হাদীসে এসেছে, অনেক ধুলোমলিন ব্যক্তি এমন,

যাদেরকে মানুষের দরজা থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়, অথচ (তাদের মর্যাদা আল্লাহর নিকট এত বেশি যে,) যদি তারা আল্লাহর নামে কসম করে কোনো কথা বলেন, তাহলে আল্লাহ তা পূর্ণ করে দেন (Muslim 4/2024, 2622)।

২. প্রতিবন্ধী ও বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্য– যদি তারা মুমিন হয়– এ দুআ করা, হে আল্লাহ! আপনি তাদেরকে উত্তম বিনিময় দান করুন, তাদেরকে সুস্থ করে সহজে আপনার ইবাদত করার তাওফীক দান করুন!

৩. তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখানো, তাদের কাজে কর্মে সহযোগিতা করা, তাদের প্রয়োজনকে নিজের প্রয়োজনের ওপর প্রধান্য দিয়ে তা আগে পূরণের ব্যবস্থা করা। কারণ, ইতঃপূর্বে আলোচনা হয়েছে, হাদীসে এসেছে- এসব কিছুও সদাকা।

৪. তাদেরকে নিয়ে কখনোই তাচ্ছিল্য বা উপহাস না করা।

প্রতিবন্ধী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন জনগোষ্ঠীর প্রতি সমাজ ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব

১. প্রতিবন্ধীদের যাবতীয় ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব পরিবারের কর্তা বা দায়িত্বশীলের। যেমন- প্রতিবন্ধী পুত্র হলে তার ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা পিতার দায়িত্ব, প্রতিবন্ধী পিতা হলে পুত্রের দায়িত্ব। এটা ফরযে আইন। যদি পরিবার বা নিকটাত্মীয় থেকে তাদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা না হয় –আত্মীয় না থাকার কারণে অথবা দারিদ্রের কারণে- তাহলে মুসলিম সমাজের দায়িত্ব তাদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা, তাদের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা করা। কারণ হাদীস শরীফে এসেছে- আবূ মূসা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেন: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا» : এক মুমিন অপর মুমিনের জন্য একটি ভবনের ন্যায়, যার এক অংশ অপর অংশকে সুদৃঢ় করে (Al- Bukhārī 1887, 1/103, 481)। অপর এক হাদীসে এসেছে- আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেন: مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِلْوَرَثَةِ، وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيْنَا : যে ব্যক্তি মাল-সম্পদ ছেড়ে যাবে তার উত্তরাধিকারীরা সেই সম্পদ লাভ করবে, আর যে ব্যক্তি অসহায় সন্তান-সন্ততি রেখে যাবে তাদের দায়িত্ব আমাদের (Muslim 3/1238, 1619)। অপর এক বর্ণনায় এসেছে- مَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا، فَلْيَأْتِنِي فَأَنَا مَوْلَاهُ : যে ব্যক্তি ঋণ অথবা অসহায় সন্তান রেখে মারা যাবে তার পাওনাদার অথবা অসহায় সন্তান যেন আমার নিকট আসে। কারণ আমি তার দায়িত্বশীল (Al- Bukhārī 1887, 3/118, 2399)। ইমাম নববী রহ. উক্ত হাদীসের ব্যখ্যায় বলেন, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন: তোমাদের জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পর তোমাদের কল্যাণকামী এবং উভয় অবস্থায় আমি তোমাদের অভিভাবক। যদি তোমাদের মধ্য হতে কোনো ব্যক্তি তার জিম্মায় ঋণ রেখে মারা যায় এবং তা পরিশোধের মত সম্পদ না থাকে তাহলে আমি তা পরিশোধ করবো, আর যদি মৃতব্যক্তি সম্পদ রেখে যায় তাহলে তার উত্তরাধিকারীরা তা লাভ করবে, তার থেকে আমি কোনো কিছু গ্রহণ করবো না। যদি সে অভাবী, অসহায় সন্তান-সন্ততি রেখে যায় তাহলে তারা যেন আমার কাছে আসে, তাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব আমার (Nababī

1392, 11/61)। উক্ত হাদীসের আলোকে প্রমাণিত হয়, অসহায়দের দায়িত্ব রাষ্ট্রপ্রধানদের, যখন সরকারের কোষাগারে সে পরিমাণ অর্থ মজুদ থাকবে। আল্লামা ইবনে হাজার রহ. লিখেন: যে ব্যক্তি কোনো অর্থ-সম্পদ না রেখে মারা যায় এবং অসহায় সন্তান-সন্ততি রেখে যায় তাদের যাবতীয় খরচ মুসলামানদের রাষ্ট্রীয় কোষাগার হতে বহন করতে হবে (Ibn Hajar 9/516)। ইবনু বাত্তাল রহ. বলেন: ... যদি মুসলিম শাসক বায়তুল মাল (সরকারি কোষাগার) হতে খরচ না করে, তাহলে আখেরাতে তার থেকে এর বদলা নেয়া হবে। ... তবে যদি বায়তুল মালে তার ঋণ পরিশোধের মত অর্থ না থাকে, তাহলে ভিন্ন কথা (Ayni 12/113)। এসব বর্ণনা থেকে এ কথা অনুমেয়, প্রতিবন্ধী ও অসহায়দের ভরণ-পোষণ মুসলিম সরকারের দায়িত্ব।

২. আরেকটি গুরত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো, প্রতিবন্ধী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদেরকে তাদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ করে দেয়া। এ লক্ষ্যে তাদের প্রতিভা বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের ব্যবস্থা করে দেয়া। যেমন- সম্প্রতি অন্ধদের অক্ষরজ্ঞান অর্জনের জন্য খোদাইকৃত লিপির ব্যবস্থা করা হয়েছে। অনুরূপ অন্যান্য প্রতিবন্ধীদের জন্যও তাদের উপযোগী উপকরণের ব্যবস্থা করা।

৩. তাদেরকে সামাজিক কর্মকাণ্ডে জাড়িত করে তাদের মনোবল বৃদ্ধি করা এবং সাথে সাথে রাষ্ট্রের উন্নয়নের চাকাকে গতিশীল করা। যেমন- রাসূলুল্লাহ স. মক্কায় অবস্থানকালে মদীনাবাসীদের কুরআন শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে অন্ধ সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম রা.-কে মুসআব ইবনে উমাইর রা.-এর সাথে প্রতিনিধি করে মদীনায় প্রেরণ করেন (Al-Bukhārī 1887, 5/66, 3925)। অনুরূপ একজন অন্ধ সাহাবীকে - যে তার বাড়ি থেকে আযান শুনতে পায়- নামাযের জামাতে শরীক হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন (Muslim 1/452, 653)।

প্রতিবন্ধী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষের ব্যাপারে মুসলিম শাসকগণের কর্মপন্থা

খুলাফায়ে রাশেদীন ও মুসলিম শাসকগণও প্রতিবন্ধী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষের ব্যাপারে ছিলেন সদা তৎপর। তাদের জীবনাচারকে সহজ ও সমৃদ্ধ করতে তারা তাদের সাধ্যের সবটুকু দিয়েছেন। যেমন- মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রথম খলীফা আবু বকর রা. খলীফা হিসেবে বাইয়াত গ্রহণের পর তার প্রথম ভাষণেই দুর্বলদের অধিকারকে প্রাধান্য দিয়ে অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তিনি বলেছেন:

> والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله،
>
> তোমাদের মধ্যে দুর্বল ব্যক্তি আমাদের নিকট সবল যতক্ষণ পর্যন্ত না তাকে তার অধিকার বুঝিয়ে দিতে পারি, ইনশাআল্লআহ। আর তোমাদের মধ্যে সবল ব্যক্তি আমার নিকট দুর্বল যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তার থেকে অন্যের অধিকার নিয়ে আদায় করে দিতে পারি, ইনশাআল্লাহ (Ibn Hisham 1375H, 2/661)।

মুসলিম সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় খলীফা উমর রা.ও তার খেলাফত কালে দুর্বল ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন লোকেদের প্রতি বিশেষভাবে খেয়াল রেখেছেন। যেমন- তিনি রাতের আধারে অসহায়, মিসকীনদের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে তাদের দুঃখ দুর্দশা নিজ চোখে অবলোকন করতেন, সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেন। ইবনে কাসীর রহ. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-তে উল্লেখ করেন: একদিন তালহা বিন উবাইদুল্লাহ রা. উমর রা. কে দেখতে পেলেন- তিনি রাতের আধারে একটি ঘরে প্রবেশ করেছেন। .... সকালে তিনি সে ঘরে প্রবেশ করে দেখলেন, সেখানে এক বৃদ্ধা নারী, যে ছিল অন্ধ ও বিকলাঙ্গ। তিনি বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করলেন: এই ব্যক্তি (উমর রা.) রাতের বেলা আপনার ঘরে এসে কী করেন? বৃদ্ধা উত্তর দিলেন: তিনি দীর্ঘদিন ধরে আমার দেখাশুনা করেন, আমার প্রয়োজনীয় কাজ করে দেন, আমার ঘর থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করে দেন (Ibn Kathīr 1986, 7/152)।

ইমাম তাবারী উল্লেখ করেন: উমর ইবনুল খাত্তাব রা. তার শাসনামলে কুষ্ঠরোগে আক্রান্তদের জন্য রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে ভাতার ব্যবস্থা করেন এবং জনসাধারণের সাথে তাদের মেলামেশা নিষেধ করে দেন। অনুরূপ বৃদ্ধা ও পক্ষাঘাতগ্রস্তদের জন্যও ভাতার ব্যবস্থা করেন (Marūf 1996, 343-344)।

তারীখে দিমাশকে উল্লেখ আছে: আমর বিন তুফাইল রা. একজন সাহাবী। ইয়ামামাহ্‌র যুদ্ধে তার একটি হাত কাটা পড়েছিল। একবার তিনি উমর রা. এর কাছে উপস্থিত হলেন। সেখানে আরো লোকজন বসেছিল। ইতোমধ্যে খাবার উপস্থিত হলো। আমর বিন তুফাইল রা. খাবারের সামনে থেকে সরে গেলেন। তখন উমর রা. তার দিকে তাকিয়ে বললেন: হে আমর! হয়তো তুমি তোমার আক্রান্ত হাতের কারণে সরে যাচ্ছ? আমর রা. বললেন: হ্যাঁ। তখন উমর রা. বললেন: আল্লাহর শপথ! তুমি নিজ হাত দ্বারা খাবার স্পর্শ করার পূর্বে আমি খাবারের স্বাদ গ্রহণ করবো না। তুমি ছাড়া উপস্থিত লোকদের মাঝে এমন কেউ নেই যার শরীরে একটি অংশ জান্নাতে চলে গেছে (Ibn Asākir, 1415H, 25/13)।

উমাইয়া শাসনামলে খলীফা ওয়ালীদ ইবনে আব্দুল মালিক সর্বপ্রথম ৮৯ হি. মুতাবেক ৭০৭ ঈ. সনে কুষ্ঠরোগীদের জন্য স্বতন্ত্র হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে ডাক্তার ও সেবকের ব্যবস্থা করেন এবং তাদের জন্য রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে ভাতার ব্যবস্থা করেন। তাছাড়া তিনি কুষ্ঠরোগীদের জন্য ভাতা নির্ধারণ করে বলেন: তোমরা মানুষের কাছে ভিক্ষা চাইবে না। এছাড়াও তিনি প্রত্যেক পঙ্গু ও অন্ধ ব্যক্তির জন্যও একজন করে খাদেম বা সহযোগী চালকের ব্যবস্থা করেন (Ibn Kathīr 1986. 1407H, 9/164)। শায়েখ ইয়াকূবী উল্লেখ করেন: তিনি অসুস্থদের জন্য হাসপাতাল এবং মুসাফিরদের জন্য মেহমানখানা প্রতিষ্ঠা করেন এবং তিনিই সর্বপ্রথম অন্ধ, মিসকীন কুষ্ঠরোগীদের জন্য ভাতার ব্যবস্থা করেন... এবং তিনিই সর্বপ্রথম রমযান মাসে মসজিদে খাবারের ব্যবস্থা করেন (Yáqūbī 2/214)।

পরবর্তী যুগে খলীফা উমর বিন আব্দুল আযীয রহ. তার খেলাফত আমলে সিরিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের গর্ভনরদের কাছে এ মর্মে পত্র প্রেরণ করেন: তোমরা অন্ধ, বিকলাঙ্গ, পক্ষাঘাতগ্রস্ত ও দীর্ঘস্থায়ী রোগে আক্রান্ত লোকদের একটি তালিকা আমার কার্যালয়ে প্রেরণ কর, যারা রোগের কারণে নামাযের জামাআতে উপস্থিত হতে অক্ষম। অতঃপর তার কাছে তালিকা প্রেরণ করা হলো। তখন তিনি প্রত্যেক অন্ধ ব্যক্তির জন্য একজন করে সহযোগী চালক এবং দু'জন পক্ষাঘাতগ্রস্তের জন্য একজন করে খাদেম নির্ধারণ করে দেন। আর এসব কিছুর ব্যবস্থা করেন রাষ্ট্রীয় খরচে (Ibn al-Jawzi Nd. 154-155)।

পরবর্তীতে আব্বাসী শাসনামলে বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্য জুড়ে বহু হাসপতাল প্রতিষ্ঠা করা হয়। যেমন খলীফা আবু জাফর মানসূর অসহায় ও অন্ধদের জন্য আবাসনের ব্যবস্থা করেন এবং এগুলো পরিচালানার জন্য দায়িত্বশীল নিযুক্ত করেন এবং গর্ভনরদেরকেও তাদের শাসনাধীন অঞ্চলে এ জাতীয় আবাসনের ব্যবস্থার নির্দেশ প্রদান করেন। এরপর খলীফা মাহদীও সে ধারাবাহিকতা বজায় রাখেন (Al-Maksidī 6/96)। একপর্যায়ে খলীফা হারুনুর রশীদ আগমন করেন এবং অসহায় ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষের কল্যাণে বহু প্রকল্প বাস্তবায়ন করেন।
এভাবে যুগে যুগে মুসলিম খলীফাগণ প্রতিবন্ধী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন লোকদের তত্ত্বাবধানের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

উপসংহার

প্রতিবন্ধীরা ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন লোকেরা আমাদের সমাজেরই মানুষ। এরা কেউ আমাদের ভাই, বোন বা আপনজন। ইসলামের দৃষ্টিতে এদের রয়েছে বিশেষ মর্যাদা ও অধিকার, আরো রয়েছে বিশেষ নির্দেশনা। যদিও সম্প্রতি প্রতিবন্ধীদের ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন লোকদের অধিকার নিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে অনেক আলোচনা হচ্ছে; এর বহু আগেই কুরআন ও হাদীসে তাদের অধিকারের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। মানুষ হিসেবে মানবিক মৌলিক অধিকারগুলো তো তারা ভোগ করবেই, সাথে সাথে তারা বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষ হওয়ায় বিশেষ কিছু অধিকারও ভোগ করবে। ইসলাম প্রতিবন্ধিতাকে কোনো পাপ বা অভিশাপ মনে করে না। বরং ইসলাম এটিকে কখনো পরীক্ষা, কখনো নিয়ামত হিসেবে দেখে। একটি মানবিক ধর্ম হিসেবে ইসলাম সর্বদা গরীব, দুঃখী, অসহায় ও অবহেলিত মানুষের কল্যাণে এগিয়ে আসার কথা বলে। তাদের অধিকার ও মর্যাদা সংরক্ষণে সর্বোচ্চ চেষ্টা পরিচালনা করে। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে ইসলামের দৃষ্টিতে প্রতিবন্ধীদের মৌলিক অধিকারগুলো কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে বর্ণনা করা হয়েছে। এতে প্রমাণ হয়েছে যে, ইসলাম প্রতিবন্ধীদেরকে খুবই সম্মানের চোখে দেখে এবং তাদের অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করে।

Bibliography

Al-Qur̉ānul Karīm

Abū Dāūd, Sulaimān. ND. *As-Sunan*. Beirūt: Al-Maktabatul Asriyyah.

Ahmad, Ibn Hambal. 2001. *Al-Musnad*. Beirūt: Muassasatur Risalah.

Al- Bukhārī, M. I. 1987. *Saḥīḥ Al- Bukhārī*. Beirūt: Dār Taukin Najāh.

Al- Bukhārī, M. I. 1989. *Al-Adabul Mufrad*. Beirūt: Dārul Bashāir al-Islamiyyah.

Al-Amīr, Muhammad ibn Ismā̉īl. 2011. *At-Tanvīr Sharhul Jāmėis Sagīr.*Riyadh: Maktaba Dārus Salām.

Al-Bagabī, Husain ibn Muhammad. 1420H. *Mā̉ālimut Tanzīl fī tafsīr al-Qurān*, Beirūt: Dāru Iḥyā̉it Turāth Al-‛arabī.

Al-Duwaikat, Sana. 2018. "Mafhum Jawi al-Ihtiyajat al-Khassah". Mawdoo. https://mawdoo3.com/مفهوم_ذوي_الاحتياجات_الخاصة retrived on: 01-09-2018.

Ali, Mulla, Qārī. 2002. *Mirqātul Mafātīh*. Beirūt. Dārul Fikr.

Alīmuddīn, Abū Muhammad. 2004. *Al-Qurānul Hakīm.* ‘Ampara translation. Narayongonj.

Al-Maksidī, Mutahhar. ND. *Al-Bad’u wa at-Tārīkh.*Port Said: Maktaba al-Thaqafah al-Diniyyah.

Al-Qurtubī, Abū Abdillāh Muhammad. 1338H. *Al-Jamí li-Ahkāmil Qurān*. Cairo: Dārul Kutub al-misriyyah.

Al-Wāhidī, Alī ibn Ahmad. 1411H. *Asbabun Nuzūl.* Beirūt: Dārul Kutub Al-Ilmiyyah.

Al-Wāhidī, Alī ibn Ahmad. 1415H. *Al-Wasīt fī tafsīril Qurānil Majīd*. Beirūt: Dārul Kutub Al-Ilmiyyah.

As-Sābūnī, Muhammad Alī. 1417H. *Safwatut Tafāsī*r. Cairo: Dārus Sabuni lit tibaati wan nashr.

Aynī, Badruddin. ND. *Umdatul Qāri*. Beirūt: Dāru Iḥyā̉it Turath Al-‛arabī.

Baihaqī, Ahmad ibn Husain. 2003. *As-Sunan al-kubra*. Beirut: Darul Kutub al_Ilmiyyah.

Banglapedia. 2003. Dhaka: Bangladesh Asiatic society.

Bishwash, Shoilendro. 2000. *Sangsad Bangala Obhidhan*, 24th Edition. Kolkata: Sangsad.

Fāez, Suhaib. 2014. *Dhaul ihtiajatil khassah fī dauil Qurāni was Sunnah.* Nablus: Jamiatun Najah al-Wataniyyah.

Fazlur Rahman. 2002. *Bagla-English- Arabic Baboharic Obhidhan,* Dhaka: Riyadh Prokashoni.

GOB, Government of Bangladesh. 2013. *Protibondhi Baktir Odhikar o Surakkha Ain*. Dhaka: Ministry of Law, Peoples' Republic of Bangladesh.

Hakim. Muhammad ibn Abdullah. 1990. *Al-Mustadrak*. Beirūt: Darul Kutub al-Ilmiyyah.

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_all_sections.php?id=1126

https://mawdoo3.com/مفهوم_ذوي_الاحتياجات_الخاصة

Ibn al-Jawzi. 1984. *Sirah wa manaqib Umar ibn Abd al-Aziz.* Beirūt: Darul Kutub al-Ilmiyyah.

Ibn Asākir, Abul Kasem, Alī. 1415H. *Tarīkh-e -Dimashq*. Beirut: Darul Fikr li at-Tibaah wa an-Nashar.

Ībn Battal, Ali. 2003. *Sharhu Sahīhil Bukharī.* Riyadh: Maktaba Rushd.

Ibn Hajar, A.1370H. *Fathul Bārī.* Beirūt: Darul Marifah.

Ibn Hisham, Abdul Malik. 1375H. *As-Sīratun Nababiyyah.* Cairo: Maktaba o Matbā̉a Mustafa al-Bābī al-Halabī.

Ibn Kathīr, Ismāil. 1986. *Al-Bidāya wan Nihāya*. Beirūt: Dārul Fikr.

Ibn Kathīr. 1419H. *Tafsīrul Qurānil Ajīm*. Beirūt: Dārul Kutub Al-‛ilmiyyah.

Ibn Majah, Muhammad. *Sunan.* ND. Daru Ihyail kutub al-Arabiyyah.

Inb Rajab, Zinuddin, A. 2001. *Jamiul ulumi wal Hikam fi sharhi khamsina Hadisan min Jawamiel Kalim.* Beirūt: Muassasatur Risalah.

Jahanara, Begom. 2003. *Protibondhi Shishuder jogot.* Dhaka: Ahmad publishing house.

Marūf. Najī. D. 1969. *Asālatul Hazāratul Arabiyyah*. Bagdad: Matbaa at-Tadāmun.

Muslim, Abul Ḥusain Ibnul Ḥajjāj Al–Qushairī An-Nishāpūrī. 2006. *Al-Musnadus Sasḥīḥ.* Beirūt: Dāru Iḥyāit Turath Al-ʻarabī.

Mustafā, Golām. 2001. *Manoshik Protibondhider shikkha o babosthapona.* Netrokona.

Nababī, Abu Zakariyya Y. 1392H. *Al-Minhaj Sharhu Shihi Muslim ibn al-Hajaj.* Beirūt: Dāru Iḥyāit Turath Al-ʻarabī.

Nasāyī, Ahmad ibn Shuaib. 1406H. *As-Sunan as-Sugrā.* Beirūt: Maktatul Matbuatil Islamiyyah.

Nasāyī, Ahmad ibn Shuaib. 1421H. *As-Sunanul Kubrā*. Beirūt: Muassasatur Risalah.

Pānīpatī, Sanāullah. 1412H. *At-Tafsīr al-Mazhari*. Karachi: Maktaba Rashidiyyah.

Prottasha, Memorial. 2007. Romna, Dhaka. SWID Bangladesh.

Rizqī, Taher, D. 2008. *Manobadhikar o dondobidhi.* Translated by H.M. Akram Faruk. Islamic Law Resaerch & legal aid Bangladesh, Dhaka.

Samad, Muhammad; Niẓām, Muhammad. "Disability : problems & possibilies of students of DU". *Journal of DU.* Issue 83-84. October- February, 2005-2006.

Sharīf, Ahmad. 1996. *Shongkhipto Bangla Obhidhan,* 2nd Edition. Dhaka: Bangla Academy.

Tabarānī, Sulaimān Ibn Mahammad. 1994. *Al-Mujamul Kabīr*. Cairo: Maktaba ibn Taimiyah.

Tabarī, Muhammad ibn Jarīr. 1420H. *Jāmiul bayān fī tabilīl Qurān*. Beirūt: Muassasatur Risalāh.

Tabarī, Muhammad ibn Jarīr. *Tarīkhur Rusuli wal Muluk.* Riyadh: Wazāratul Awqāfi wa al-shuunil islāmiyyah, KSA.

Tirmidhī, Muhammad ibn Īsā. 1975. *al-Jāme*. Cairo: Maktaba o Matbaa Mustafa al-Babī al-Halabī.

UN, United Nations. 2018. Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). New York: Programme on Disability/SCRPD, United Nations Secretariat. https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html, retrived on: 01-09-2018.

UN, United Nations. 2018. Jatisango Protibondhi Baktiborger Odhikar Sanad Abong Ochchik Potipalonio Bidhi-Bidhan. http://www.un.org/disabilities/documents/convention/crpd_bangla.pdf, retrived on: 01-09-2018.

Yaqūbī , Ahmad. 2010. *Tārīkhul Yaqūbī.* Beirūt: Alāmī co.